শেখ হাসিনার পররাষ্ট্রনীতির সাফল্য

(২০০৯-২০২৩)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ

শেখ হাসিনার পররাষ্ট্রনীতির সাফল্য

(২০০৯-২০২৩)

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ

শেখ হাসিনার
পররাষ্ট্রনীতির সাফল্য
(২০০৯-২০২৩)

© পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল
নভেম্বর, ২০২৩

প্রধান উপদেষ্টা
ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি
মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপদেষ্টা
মোঃ শাহরিয়ার আলম, এমপি
মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপদেষ্টা সম্পাদক
রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন
পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব)

সম্পাদক
সেহেলী সাবরীন
মহাপরিচালক, জনকূটনীতি অনুবিভাগ

সহযোগী সম্পাদক
লোকমান হোসেন
পরিচালক, জনকূটনীতি অনুবিভাগ

নওরিদ শারমিন
পরিচালক, জনকূটনীতি অনুবিভাগ

শুকলা বনিক
সিনিয়র সহকারী সচিব, জনকূটনীতি অনুবিভাগ

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
সিনিয়র সহকারী সচিব, জনকূটনীতি অনুবিভাগ

মোঃ বনান
সহকারী সচিব, জনকূটনীতি অনুবিভাগ

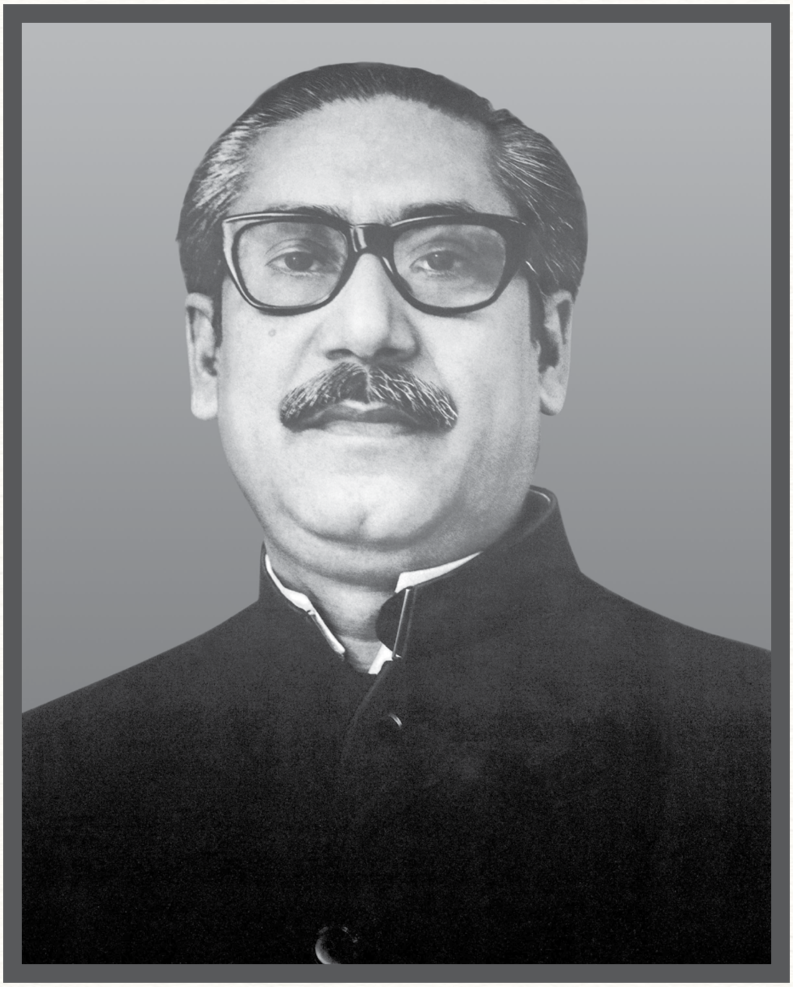

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

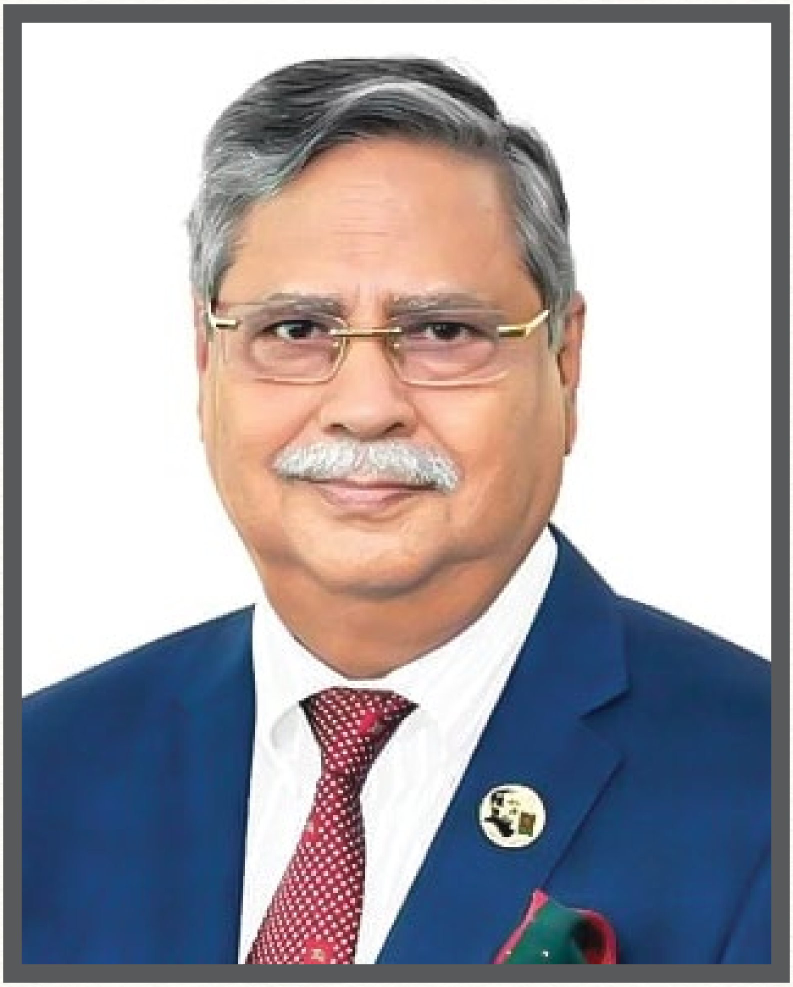

মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি

মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি

মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম, এমপি

পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) মাসুদ বিন মোমেন

ভূমিকা

একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণের অভূতপূর্ব ম্যান্ডেট নিয়ে ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার। এরপর থেকেই জাতির জনকের অনুসৃত "সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়" নীতিকে মূলমন্ত্র করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সার্বিক নির্দেশনায় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রেখে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী কোভিড মহামারির প্রাদুর্ভাব, রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত, অর্থনৈতিক মন্দা, বৈশ্বিক পরাশক্তি হিসেবে চীনের উত্থান প্রভৃতি কারণে সদা পরিবর্তনশীল বিশ্ব ব্যবস্থার সাথে তাল মেলাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তার কূটনৈতিক কর্মকাণ্ড বহুমাত্রিকতায় বিস্তৃত করেছে।

সরকার গৃহীত রূপকল্প ২০২১ এবং রূপকল্প ২০৪১ এর লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে একটি কার্যকর, সমন্বিত এবং বেগবান পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি অসাম্প্রদায়িক-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের পরিচয় ও ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার, প্রতিবেশী দেশসমূহ সহ সকল গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে ইতিবাচক মাত্রা যুক্তকরণ, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা দৃঢ় করণের লক্ষ্যে সার্ক, বিমসটেক, ডি-৮ প্রভৃতি ফোরামের সাথে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপন, জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কর্মকান্ডে কার্যকর অংশগ্রহণ, মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্কে নতুন গতিময়তা আনয়ন, নতুন বাজার অন্বেষণসহ পণ্য ও শ্রম বাজার সম্প্রসারণ, প্রবাসী ও অভিবাসী বাংলাদেশিদের কন্স্যুলার ও আইনি সহায়তা প্রদানসহ নানাবিধ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশকে একটি প্রতিশ্রুতিময় ও দায়িত্বশীল রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় ও জোরালো নেতৃত্ব ও কার্যকর কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলেই ভারত ও মায়ানমারের সাথে সমুদ্র বিজয় সম্ভব হয়েছে। রোহিঙ্গাদের আশ্রয় প্রদানের ফলে সারা বিশ্বে বাংলাদেশ একটি মানবিক রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। জোরালো কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে সকল বহুপাক্ষিক ফোরামের উদ্যোগে প্রায় সকল রাষ্ট্রের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। সরকারের সদিচ্ছার কারণেই বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে যা দেশের কূটনৈতিক উপস্থিতিকে অধিকতর দৃশ্যমান করেছে।

২.০

কূটনৈতিক ভারসাম্য রক্ষায় সাফল্য

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রণীত "সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়" নীতি অনুসরণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি স্মার্ট ও কার্যকর পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় বিগত দেড় দশক ধরে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রভাবশালী সকল রাষ্ট্র- ভারত, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, জাপান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন- এর মধ্যে ভারসাম্য রেখে কূটনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে যা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র প্রতিবেশী ভারতের সাথে বিদ্যমান প্রায় সকল সমস্যার (সমুদ্র ও স্থল সীমানা, ছিটমহল বিনিময়) সমাধান করে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে নানা খাতে সম্প্রসারিত করে তা নতুন মাত্রায় উন্নীত করেছে। চীন ও জাপানের সাথে উন্নয়ন সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করার পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে কৌশলগত পর্যায়ে উন্নীত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক এখন নানাবিধ ধারায় বিস্তৃত। নিয়মিত দু'দেশের মধ্যে অংশীদারত্ব সংলাপ, নিরাপত্তা সংলাপ, প্রতিরক্ষা সংলাপ এবং TICFA সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। রাশিয়ার সাথে সম্পর্কও নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। রাশিয়ার কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতায় দেশের প্রথম পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সাক্ষ্য বহন করে। ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ পশ্চিম ইউরোপের অনেক দেশের সাথে সম্প্রতি বাংলাদেশের সম্পর্ক কৌশলগত অংশীদারত্বের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিল্লির ভারত মন্ডাপম কেন্দ্রে এ-২০ সম্মেলনে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনসহ অন্যান্য শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সাথে Global Biofuels Alliance-এর উদ্বোধন করেন (৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩)।

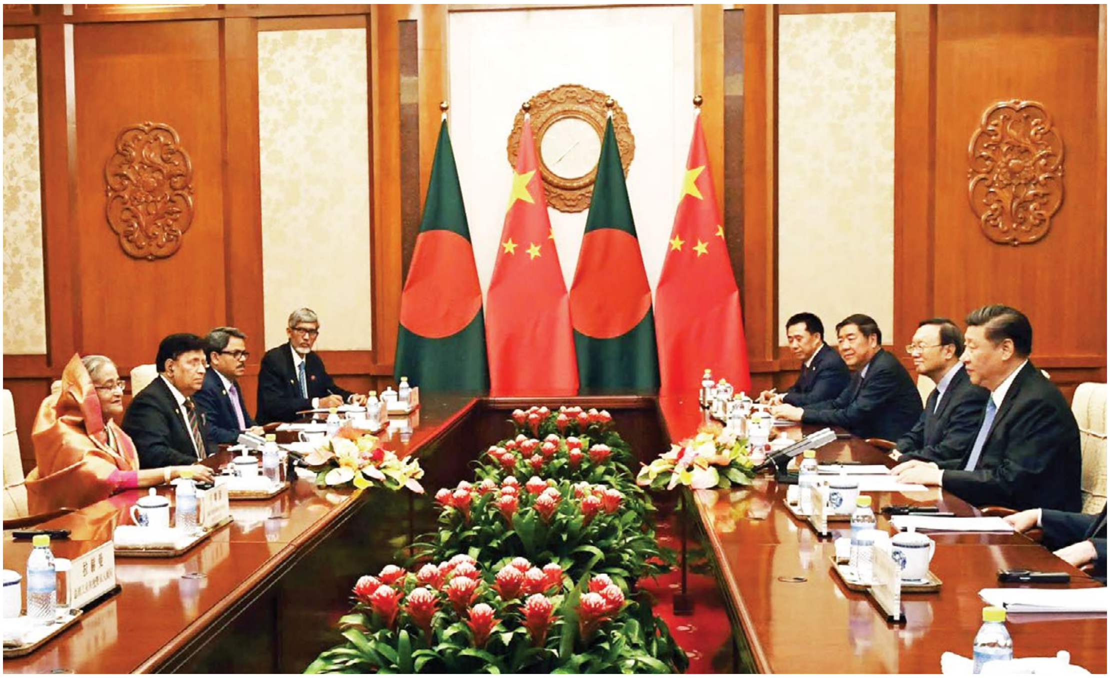

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেইজিং-এর Diaoyutai State Guest House-এ চীনের প্রেসিডেন্ট Xi Jinping এর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন (৫ জুলাই ২০১৯)।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং জাপানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে (Shinzo Abe)-এর নেতৃত্বে জাপানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দু'দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় (২৯ মে ২০১৯)।

ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-কে ঢাকায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্বাগত জানান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে সেদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন-এর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন (১০ এপ্রিল ২০২৩)।

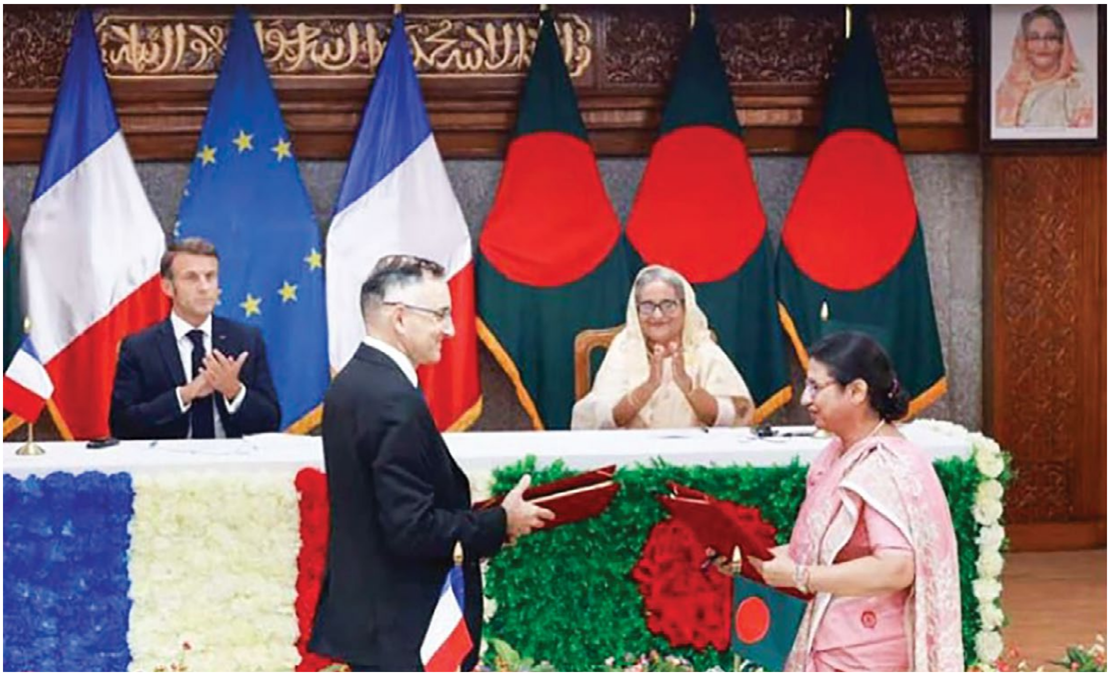

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত চুক্তি হস্তান্তর অনুষ্ঠান

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধুতে সৌদি আরবের বাণিজ্যমন্ত্রী ড. মজিদ বিন আব্দুল্লাহ আল কাসাবিকে স্বাগত জানান (১০ মার্চ ২০২৩)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানসবার্গে রেডিসন হোটেল ব্লুতে বাংলাদেশ এনভয়েস ইন আফ্রিকা কনফারেন্স শেষে ফটোসেশনে অংশগ্রহণ করেন (২২ আগস্ট ২০২৩)।

৩.০

জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও মূল্যবোধনিষ্ঠ ভাবমূর্তির উপস্থাপন

বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের সময় জঙ্গিবাদজনিত কারণে বাংলাদেশ ভাবমূর্তি সংকটে ছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার গৃহীত Zero tolerance নীতি জঙ্গিবাদ দমনে ও সন্ত্রাস নিরোধে দৃঢ় ও বলিষ্ঠ অবদান রেখেছে। বাংলাদেশ আজ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই সন্ত্রাসনিরোধ-সংক্রান্ত সকল পদক্ষেপে সম-অংশীদার হিসেবে জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে একযোগে কাজ করে চলেছে। বাংলাদেশ Anti Terrorism Act 2009 এবং Anti Money Laundering Act প্রণয়ন করে সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর অর্থায়ন নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে যা বহির্বিশ্বে ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি করেছে।

রূপকল্প ২০২১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও গণতান্ত্রিক ও শান্তিকামী দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরার এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে 'সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়'-এই মূলনীতি অনসুরণ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। এরই আলোকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিশ্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গবন্ধুর অবদান তুলে ধরে তাঁকে সারা বিশ্বের শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের নেতা হিসেবে তুলে ধরার লক্ষ্যে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করার পাশাপাশি বিদেশস্থ সকল বাংলাদেশ মিশনে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।

মহান মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখা বিদেশি নাগরিকদের সম্মাননা জানানোর উদ্যোগ সফল করার ক্ষেত্রেও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। জোরালো কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১-এর আলোকে বিশ্ব পরিমণ্ডলে একটি প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষ, কার্যকর ও অবদানক্ষম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দারিদ্র দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি এবং উদ্যোগ বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি করেছে যা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান গ্রহণযোগ্যতা তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে।

বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে বঙ্গবন্ধু কর্নার

বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে বঙ্গবন্ধু কর্নার

৪.০

সীমান্ত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশে কোভিড বিস্তার রোধে ভূমিকা রাখা এবং ভ্যাক্সিন সংগ্রহে সফলতা

কোভিড-১৯ অতিমারি মোকাবেলায় শুরু থেকেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। শুরুতেই অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সাথে উদ্যোগী হয়ে সীমান্ত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কোভিড আক্রান্ত রোগীর বাংলাদেশে আগমন নিয়ন্ত্রণ করা হয়। পরবর্তীতে টিকা আবিষ্কৃত হলে দেশের সকল নাগরিকদের জন্য টিকা সংগ্রহের নিমিত্ত জোরালো Vaccine Diplomacy চালানো হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে কোভিড অতিমারি মোকাবেলায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট থেকে দ্রুত কোভিড টিকা, চিকিৎসা সামগ্রী এবং অন্যান্য কোভিড সহায়তা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়। কার্যকর কূটনৈতিক উদ্যোগের ফলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১০ কোটি, চীন থেকে ৫১ লক্ষ এবং জাপান থেকে ৪৫ লক্ষ টিকা উপহার হিসেবে পাওয়া যায়।

বিশ্বব্যাপী ভ্যাকসিন সমতা নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশেষ ভূমিকা রাখেন এবং ভ্যাকসিনকে বিশ্বব্যাপী জনসাধারণের সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করার তাগিদ দেন। বিশ্বব্যাপী করোনা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও প্রত্যাহারের মাধ্যমে বাংলাদেশে কোভিড মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। দেশের জণগণের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বন্ধুপ্রতীম, বিশেষ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহে খাদ্য, ঔষধ, চিকিৎসা সামগ্রীসহ বিভিন্ন সম্পদ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে বৈশ্বিক দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রশংসিত হয়। উল্লেখ্য, ৮ মার্চ ২০২০ তারিখে প্রথম করোনা শনাক্তের পর উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় করোনা সেল গঠন করে।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেকের কাছে রাজধানীর অতিথি ভবন পদ্মায় বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রষ্ট্রদূত লি জিমিং সে দেশের উপহার হিসেবে কোভিড-১৯ এর পাঁচ লাখ ডোজ টিকা হস্তান্তর করেন (১২ মে ২০২১)।

রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় সৌদি আরবের উপহারস্বরূপ দেওয়া কোভিড ভ্যাকসিন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের হাতে তুলে দেন সৌদি রাষ্ট্রদূত আবদুল্লাহ বিন নাসের আল বাসিরি। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এসময় উপস্থিত ছিলেন (১৬ নভেম্বর ২০২১)।

৫.০

রোহিঙ্গা সমস্যার আন্তর্জাতিকরণে অব্যাহত প্রচেষ্টা

২০১৬ সালের অক্টোবর এবং ২০১৭ সালের আগস্টে মিয়ানমারে জাতিগত নিধন প্রক্রিয়ার শিকার হয়ে বাস্তুচ্যুত হওয়া প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশ মানবিক কারণে আশ্রয় প্রদান করে। ২০১৭ থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার, জাতিসংঘ ও এর অন্যান্য অঙ্গসংগঠন, বিভিন্ন বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্র, দেশি-বিদেশি এনজিও সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের মানবিক সহায়তা প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশে নিপীড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবন রক্ষা করার উদ্যোগ বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশের জন্য 'punching above the weight'- ভাবমূর্তি তৈরি এবং রোহিঙ্গা সমস্যার ক্রান্তিকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই মানবিক ভূমিকার কারণে তাঁকে "Mother of Humanity" বা "মানবতার মা" হিসেবে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭২তম অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে পাঁচটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা উত্থাপন করেন। এর ধারাবাহিকতায় প্রতিবছর সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে এবং বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বৈঠকেও তিনি রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কামনা করেছেন। বর্তমানে বাংলাদেশে আশ্রয়গ্রহণকারী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মোট সংখ্যা ১.২ মিলিয়ন।

২২ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা সমস্যা বিষয়ক একটি উচ্চ পর্যায়ের সভায় বক্তব্য প্রদান করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ সদর দপ্তরের কনফারেন্স রুম-১১ তে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন এবং ওআইসি সচিবালয় আয়োজিত 'মিয়ানমারের রোহিঙ্গা সংখ্যালঘুদের অবস্থা' শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের সভায় অংশ নেন।

বেলজিয়ামের রানি মাতিলদ মেরি ক্রিস্টিন জিলেইন কক্সবাজারের উখিয়ায় ৩নং রোহিঙ্গা ক্যাম্পের হলি চাইল্ড লার্নিং সেন্টার পরিদর্শন করেন। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাসান মাহমুদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন (৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩)।

ডেনমার্কের ক্রাউন প্রিন্সেস মেরি এলিজাবেথ ডোনাল্ডসন কক্সবাজারের রোহিঙ্গা কো-অর্ডিনেশন অফিসে উপকারভোগী রোহিঙ্গাদের সাথে কথা বলেন (২৬ এপ্রিল ২০২২)।

রোহিঙ্গা সমস্যার উদ্ভব মিয়ানমারে এবং স্বেচ্ছায়, নিরাপদ ও টেকসই প্রত্যাবাসন এই সমস্যার একমাত্র সমাধান বলে বাংলাদেশ মনে করে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নানাবিধ কূটনৈতিক উদ্যোগ নিয়েছে। বাংলাদেশ এবং মিয়ানমারের মধ্যে তিনটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

এছাড়া, মিয়ানমারে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর চীনের মধ্যস্থতায় বাংলাদেশ-মিয়ানমার-চীনের একটি ত্রিপাক্ষিক উদ্যোগের আওতায় প্রত্যাবাসনসংক্রান্ত পাইলট প্রজেক্টের কাজ চলমান রয়েছে। ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের স্থানান্তরের বিরুদ্ধে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মহলের নেতিবাচক প্রচারণার বিরুদ্ধে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করেছে। এর ফলশ্রুতিতে ২০২১ সালে UNHCR এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ভাসানচরে জাতিসংঘের সম্পৃক্ততার বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আস্থা তৈরির মাধ্যমে তাদের প্রত্যাবাসনে উৎসাহিত করা এবং মিয়ানমার কর্তৃক সংঘটিত অপরাধসমূহের বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আদালতে চলমান আইনি কার্যক্রমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সহায়তা প্রদান করছে। ২০১৮ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত OIC-এর পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে রোহিঙ্গাদের গণহত্যার বিষয়ে একটি রেজ্যুলেশন গৃহীত হয় যার প্রেক্ষিতে গাম্বিয়া মিয়ানমারের বিরুদ্ধে OIC-এর পক্ষে গণহত্যা সম্পাদনের অভিযোগে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (International Court of Justice) একটি মামলা রুজু করে। ICJ- তে রুজুকৃত এ মামলার বিষয়ে বাংলাদেশের সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ICC, IIMM, আর্জেন্টিনার আদালতে চলমান বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইনি কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করছে।

মিয়ানমারে সামরিক বাহিনী কর্তৃক রোহিঙ্গাদের নির্যাতন, এবং নিধনের বিষয়টিকে তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে এবং বাংলাদেশের জোরালো কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় যুক্তরাষ্ট্র গত ২১ মার্চ ২০২২ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথমবারের মত 'গণহত্যা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে যা আন্তর্জাতিক আইনি কার্যক্রমসমূহে শক্তিশালী এবং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। গত ২১ ডিসেম্বর ২০২২ এ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে প্রথমবারের মত মিয়ানমার এবং রোহিঙ্গা সংকট বিষয়ক একটি রেজ্যুলেশন গৃহীত হয়েছে যেখানে রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে স্বেচ্ছায়, নিরাপদ ও টেকসই প্রত্যাবাসনের জন্য অনুকূল পরিস্থিতি সৃজনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। উল্লেখ্য যে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের কোনো সদস্য এই প্রস্তাবনার বিপক্ষে ভোট দেয়নি যা রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে বাংলাদেশের কূটনৈতিক উদ্যোগের সাফল্য বলে বিবেচনা করা যায়।

৬.০

সমুদ্র সীমা বিজয় এবং সুনীল অর্থনীতির বিকাশ

৬.১. সমুদ্র সীমা বিজয়

সমুদ্রে বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রণীত Territorial Waters and Maritime Zones Act শীর্ষক আইন প্রণয়ন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৯ সালে বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সমুদ্রসীমা নির্ধারণে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৪ মার্চ ২০১২ তারিখে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল (ITLOS)-এর রায়ের মাধ্যমে মিয়ানমারের সাথে এবং ০৭ জুলাই ২০১৪ তারিখে আন্তর্জাতিক সালিশী আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের মাধ্যমে ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারণী সংক্রান্ত বিরোধের শান্তিপূর্ণ অবসান ঘটে। এই দুটি রায়ের ফলে বঙ্গোপসাগরে সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার পাশাপাশি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন জলসীমা (Internal Waters) এবং সমুদ্র উপকূলে বেইজ লাইন থেকে ১২ নটিক্যাল মাইল এলাকা পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় জলসীমা (Territorial Sea)-তে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত্ব হয় এবং বাংলাদেশ সর্বমোট ১,১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র অঞ্চল লাভ করে যা মূল ভূখন্ডের প্রায় ৮০.৫১ ভাগ। রায়দ্বয়ের ফলে উপকূলের বেইজ লাইন থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে মৎস্য সম্পদসহ প্রাণীজ ও অপ্রাণিজ সম্পদ এবং খনিজ সম্পদে বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এছাড়া, উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানে তলদেশে থাকা খনিজ ও অন্যান্য প্রাণীজসম্পদের উপর বাংলাদেশের অধিকার সুরক্ষিত হয়েছে এবং fluid ও fluctuate বেইজলাইনের ধারণার অবসান ঘটে। ১৯৫৪ সালে তৎকালীন পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে ইছামতি, রায়মঙ্গল, কালিন্দী, হাড়িয়াভাঙ্গা এই চার নদীর যে সীমানা নির্ধারিত হয়েছিল রায়দ্বয়ের ফলে তা নতুন করে নির্ধারণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ১৯৭৪ সালে প্রণীত বেইজলাইন আনক্লজ ১৯৮২ এর আলোকে পুনঃনির্ধারণ করা হয়, যা ১০ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে 'বাংলাদেশ সমুদ্র উপকূলে বেইজলাইন পুনঃনির্ধারণ' সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন হিসেবে জারি করা হয়।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রদ্বয়ের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্র সীমানা সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের বিরোধ আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিষ্পত্তি হওয়ায় এবং সেই রায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রদ্বয় কর্তৃক মেনে নেয়ার মাধ্যমে এশিয়া মহাদেশে প্রথমবারের মত সমুদ্রবিষয়ক ক্ষেত্রে সমঝোতা ও সহযোগিতার এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয় যা সরকারের গতিশীল কূটনৈতিক কর্মকাণ্ডের এক অন্যতম দৃশ্যমান অর্জন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

সমুদ্রসীমার এ বিজয়ের পর মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিশেষজ্ঞ দলের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দল বিগত ০১ মার্চ ২০২২ তারিখে Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS)-এর ৫৪তম অধিবেশনে CLCS-এর সভাপতির কাছে বাংলাদেশের সংশোধিত সাবমিশন (Amended Submission) উপস্থাপন করেন। এই উপস্থাপনায় বাংলাদেশের দাবির স্বপক্ষে আইনগত, টেকনিক্যাল ও রাজনৈতিক দিকসমূহ বিস্তারিত তুলে ধরা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে প্রণীত ঐতিহাসিক ‘Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1974’ আইনটিতে বাস্তবতার নিরিখে রায়সমূহের যথাযথ প্রতিফলন ঘটিয়ে আরও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ‘Territorial Waters and Maritime Zones (Amendment) Bill, 2021’ বিল ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়। ২৮ নভেম্বর ২০২১ তারিখে ১১তম জাতীয় সংসদের ১৫তম অধিবেশনে বিলটি পাশ হয়। বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক সম্পদের উপর বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের সমুদ্রসম্পদ সংরক্ষণ, টেকসইভাবে অনুসন্ধান ও আহরণ, সমুদ্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সুনীল অর্থনীতির সর্বোচ্চ সুফল অর্জনে ‘Territorial Waters and Maritime Zones (Amendment) Bill, 2021’ আইনটি বর্তমান সরকারের সফলতার একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।

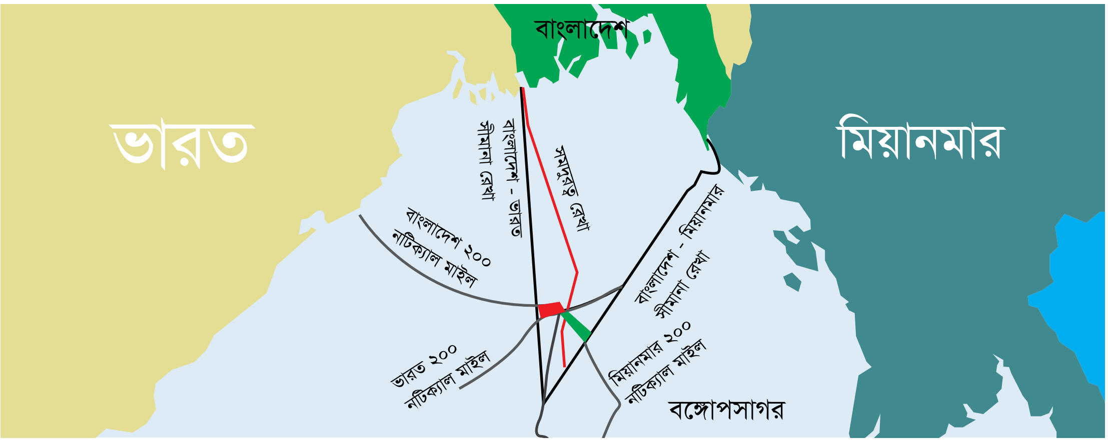

সমুদ্রসীমায় বাংলাদেশের অর্জন

৬.২. সুনীল অর্থনীতির বিকাশ

সমুদ্র সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সামুদ্রিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, আহরণ ও পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর অবদান সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রসমূহে বাংলাদেশের পরবর্তী করণীয় নির্ধারণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি ‘সুনীল অর্থনীতি উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা’ প্রস্তুত করেছে যা বর্তমানে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনে গঠিত ‘ব্লু-ইকোনমি সেল’-এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন আছে। সুনীল অর্থনীতি খাতের উন্নয়নকে বেগবান করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক, বাণিজ্যিক ও পরিবেশগত প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণপূর্বক সুনির্দিষ্ট ০৯টি খাত চিহ্নিত করে সে সব খাতের বিকাশ ও বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

এছাড়াও, বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশ Indian Ocean Rim Association (IORA)-International Seabed Authority (ISA)-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করে।

ঢাকায় ‘৩য় ভারত মহাসাগরীয় বলয় সংস্থা বা IORA-এর ব্লু-ইকোনমি শীর্ষক মন্ত্রীপর্যায়ের কনফারেন্স’ আয়োজন: ৪-৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯

IORA'তে ভাষণ দিচ্ছেন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী

৭.০

দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্র বহুমাত্রিকতায় সম্প্রসারণ

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রতিবেশী দেশসমূহসহ ভূ-রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ সকল দেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে জোরালো কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করে। যথাযথ কূটনৈতিক উদ্যোগের ফলে ভারতসহ সকল প্রতিবেশী দেশের সাথে সহযোগিতা নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, চীন-জাপানের সাথে সহযোগিতা এখন উন্নয়ন সহযোগিতার লেভেল পেরিয়ে কৌশলগত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। পশ্চিম ইউরোপের সাথে বিদ্যমান শক্তিশালী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ধরে রাখার পাশাপাশি পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর সাথে সম্পর্কে গতিময়তা আনতে পোল্যান্ড ও রোমানিয়াতে মিশন খোলা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক এ সরকারের আমলেই একটা ফ্রেমওয়ার্কে পৌঁছেছে। মধ্য-আমেরিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার মেক্সিকো ও ব্রাজিলে নতুন দূতাবাস স্থাপনের মাধ্যমে বিশাল ল্যাটিন অঞ্চলে বাংলাদেশের কূটনৈতিক অবস্থান দৃশ্যমান করা হয়েছে। বাংলাদেশের কূটনীতি এখন পশ্চিমা নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে এসে অনেকটা ভারসাম্যমূলক অবস্থানে পৌঁছেছে। যার ফলে বাংলাদেশর পণ্যের প্রধান বাজার এখনও যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো হলেও কূটনৈতিক প্রচেষ্টার পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকাতেও বাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে।

৭.১. প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে সম্পর্ক নতুন ধারায় উন্নয়ন

দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের সাথে আমাদের সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক বজায় রাখা পররাষ্ট্রনীতির এক মৌলিক স্তম্ভ। বিগত দেড় দশকে প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে বিদ্যমান সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।

২০০৯ সালে বর্তমান সরকার দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকে অদ্যবধি বাংলাদেশের সাথে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহের বিশেষ করে ভারতের সম্পর্ক, পারস্পরিক সহযোগিতা, বিশ্বস্ততা, বন্ধুত্ব ও আস্থার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নতুন গতি সঞ্চার হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ২০১০ সালে ভারত সফর এবং সেপ্টেম্বর ২০১১ সালে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে সহযোগিতা এবং উন্নয়নের রূপরেখা চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে এ সম্পর্ক এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে। দেড় দশক ধরেই বাংলাদেশ এবং ভারতের মাঝে রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধান পর্যায়ে সফর বিনিময় অব্যাহত থাকে। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০১৫ এবং ২০২১ সালে বাংলাদেশ সফর করেন। বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেশ কয়েকবার ভারত সফর করেন। এসকল সফরের ফলে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যোগাযোগ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এক অনন্য উচ্চতায় আরোহন করেছে।

শ্রীলঙ্কার মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, নেপালের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মালদ্বীপের মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং ভূটানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কয়েকবার বাংলাদেশ সফর করেছেন। এছাড়াও বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ২০১৯ সালে নেপাল সফর করেন এবং যা স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের কোন রাষ্ট্রপ্রধানের এটিই ছিল প্রথম নেপাল সফর।

এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মালদ্বীপে রাষ্ট্রীয় সফর করেন। উচ্চ পর্যায়ের এসব সফর দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের সকল দেশের সাথে বাংলাদেশ সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

২০০৯ সাল হতে ২০২২ পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে নিরাপত্তা, বাণিজ্য, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, আন্তঃযোগাযোগ, উন্নয়ন সহযোগিতা, পরিবেশ, শিক্ষা, আবকাঠামো উন্নয়ন, সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে শতাধিক চুক্তি/সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত/বাস্তবায়িত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য - ছিটমহল বিনিময়ের মাধ্যমে স্থলসীমান্ত চুক্তির বাস্তবায়ন, সমুদ্রসীমা নির্ধারণের জন্য আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ের ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ, চট্টগ্রাম ও মোংলা সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের অনুমতি প্রদান, সাজাপ্রাপ্ত আসামি স্থানান্তর, বন্দী বিনিময়, Protocol on Inland Water Transit and Trade (PIWTT) কোস্টাল শিপিং, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র, ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলারের ঋণ সহায়তা (লাইন অব ক্রেডিট) ও ৫০০ মিলিয়ন ডলারের প্রতিরক্ষা ঋণ সহযোগিতা (ডিফেন্স লাইন অব ক্রেডিট), বর্ডার হাট স্থাপন, প্রভৃতি। অমীমাংসিত স্থল সীমানা চিহ্নিতকরণ এবং ছিটমহল বিনিময় দুই দেশের আস্থার সম্পর্ককে নতুন মাত্রা দেয়। এসব পদক্ষেপের ফলে উভয় দেশের অর্থনীতিও লাভবান হচ্ছে।

২০১৪ সালের এপ্রিলে আন্তর্জাতিক সালিশী আদালতের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারিত হয়। গত সেপ্টেম্বর ২০২২ মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারতে রাষ্ট্রীয় সফরকালে ভারতের সাথে কুশিয়ারা নদীর পানি বন্টনে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। এর মাধ্যমে গৃহীত ১৫৩ কিউসেক পানি প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্তে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের চাষাবাদ ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে।

প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত থেকে বাংলাদেশ প্রায় ১১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করছে। রামপাল মৈত্রী পাওয়ার পয়েন্ট প্রজেক্টের ইউনিট-১ বাংলাদেশ পাওয়ার গ্রিডে যুক্ত হয়েছে, ইউনিট-২ ২০২৩ সালে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। নেপাল এবং ভুটান থেকে ভারতের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ আমদানি করার লক্ষ্যে কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ সম্প্রতি নেপাল থেকে ভারতের মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহ একমত হয়েছে। 'ভারত-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন' দিয়ে ভারত হতে বর্ধিত হারে ডিজেল আমদানি করার ফলে উত্তরাঞ্চলের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে।

গত দেড় দশকে ভারতের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য তিনগুণেরও অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভারতে

বাংলাদেশের রপ্তানি ২ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে। বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাসে শুল্ক এবং অশুল্ক বাঁধা অপসারণের কূটনৈতিক প্রয়াসে অগ্রগতি হচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশমূহের সাথে বাণিজ্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে ডিসেম্বর ২০২০-এ অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা দুই দেশের অনুসমর্থনের মধ্য দিয়ে ০১ জুলাই ২০২২ হতে কার্যকর হয়েছে।

বাংলাদেশের সাথে ভারতের কানেক্টিভিটি বৃদ্ধির জন্য উভয় সরকার একযোগে কাজ করছে। দুই দেশের জনগণের মেলবন্ধন সুদৃঢ়করণের উদ্দেশ্যে ভারতের সাথে বাংলাদেশের রেল যোগাযোগ ১৯৬৫ সালের পূর্ব পর্যায়ে পুনরুজ্জীবিত করতে কূটনৈতিক পর্যায়ে কাজ চলছে। ঢাকা-কলকাতা, খুলনা-কলকাতা এবং ঢাকা-জলপাইগুড়ি রুটে ট্রেনযোগে এবং ঢাকার সাথে কলকাতা, আগরতলা, শিলং এবং গুয়াহাটির বাস যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। ক্রমান্বয়ে অন্যান্য রেলসংযোগসমূহ সচল করা হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থায় কূটনৈতিক উদ্যোগসমূহ সফল হলে দু'দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও, সম্প্রতি মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কার সাথেও সরাসরি বিমান যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। শ্রীলঙ্কার সাথে সরাসরি শিপিং লাইনের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি পণ্য পরিবাহিত হচ্ছে। ভুটানের সাথে নদীপথে বাণিজ্য সম্প্রসারণে ২০২২ সালে একটি Standard Operating Procedure এবং ২০২৩ সালে Agreement on the Movement of Traffic-in-Transit চুক্তি স্বাক্ষর হয়। এই সব চুক্তির ফলে ভুটান চট্টগ্রাম এবং মোংলা বন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে অন্যান্য দেশের সাথে বাণিজ্য পরিচালনার সুযোগ লাভ করেছে।

এপ্রিল ২০১৭ মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতি ভারতের গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ দিল্লিস্থ 'পার্ক স্ট্রীট' এর নতুন নামকরণ করা হয় 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব' রোড। ২০১৯ সালে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি আঞ্চলিক ও বিশ্বশান্তি রক্ষায় অবদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে 'Tagore Peace Award ২০১৮' প্রদান করে। বাংলাদেশও মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য ভারতের প্রয়াত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে ২০১১ সালে বিদেশি নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রদেয় সর্বোচ্চ সম্মাননা 'বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা' এবং ভারতের সাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিজেপি নেতা অটল বিহারী বাজপেয়ীকে ২০১৫ সালে 'মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা' প্রদান করে। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে যেসব ভারতীয় সেনাসদস্য শহীদ বা আহত হয়েছেন তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মাঝে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্টুডেন্ট স্কলারশিপ" প্রদান করা হয়েছে যা ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

কোভিড অতিমারিকালে বাংলাদেশ এবং ভারত সহযোগিতার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। অতিমারি মোকাবিলায় ভারত বাংলাদেশকে কোভিড-১৯ টিকা, অক্সিজেন প্যান্ট, বিশেষ অ্যাম্বুলেন্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্য উপকরণ প্রদান করে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকেও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য উপকরণ ও ঔষধসামগ্রী ভারতে প্রেরণ করা হয়। মালদ্বীপ, নেপাল, ভুটান, আফগানিস্তান এবং শ্রীলঙ্কাতেও করোনাকালে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। শ্রীলঙ্কার আন্তর্জাতিক বিনিময় মুদ্রার রিজার্ভ অপ্রতুল হওয়াতে ২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার Currency Swap মডেলের আওতায় বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কাকে ঋণ প্রদান করে। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার মালদ্বীপের সাথে শ্রম বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০২১ সালে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় যেখানে কর্মক্ষেত্রে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অধিকার সুরক্ষার বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

২০২১ সালে বাংলাদেশ-ভারত কূটনৈতিক সম্পর্কে ৫০ বছর পূর্তি এবং ০৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের উপলক্ষ্যকে আরো উপজীব্য করে তোলার জন্য এই দিনে ঢাকা এবং নয়াদিল্লীসহ বিশ্বের ২০টি দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ এবং ভারতের কূটনৈতিক মিশনসমূহ ০৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে "মৈত্রী দিবস" একযোগে উদযাপন করে যা কূটনৈতিক সম্পর্কে ক্ষেত্রে আস্থার এক অনন্য নিদর্শন হয়ে থাকবে।

গত ২০ মার্চ ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শ্রীলঙ্কার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপক্ষের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের সংস্কৃতি বিষয়ক সচিব বদরুল আরেফিন ও শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব গামিনি সেদারা সেনারাথের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম মোহাম্মদ সলিহ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মালেতে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে যৌথ বিবৃতি প্রদান করেন (২৩ ডিসেম্বর ২০২১)।

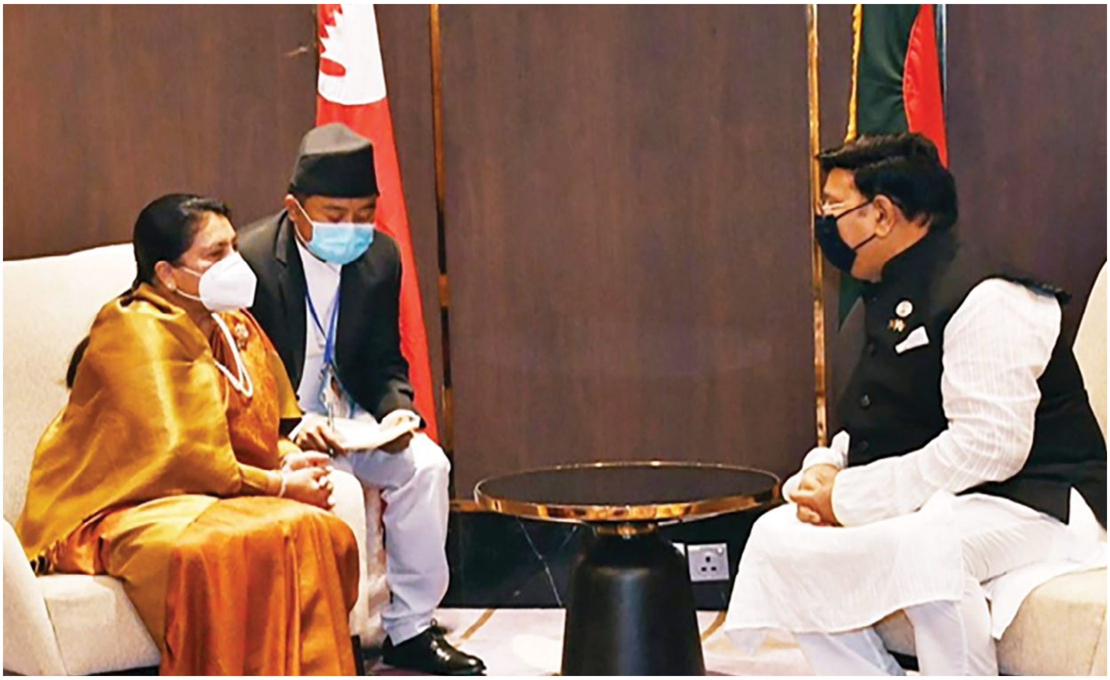

হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টাল ঢাকায় মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি ও নেপালের রাষ্ট্রপতি বিদ্যা দেবী ভান্ডারীর সৌজন্য সাক্ষাৎ (২২ মার্চ, ২০২১)।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি এবং ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন (৪ মার্চ ২০২১)।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ভুটানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ড. লোটে শেরিংকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান (২৩ মার্চ ২০২১)।

৬ জুন ২০১৫ তারিখে ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর উপস্থিতিতে দু'দেশের মধ্যে স্থলসীমান্ত চুক্তি অনুসমর্থন সংক্রান্ত দলিল হস্তান্তর অনুষ্ঠান ।

৬ জুন ২০১৫ তারিখে ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ঢাকা-শিলং-গোহাটি এবং ঢাকা-আগরতলা-কলকাতা বাস সার্ভিস উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি নয়াদিল্লিতে জওহরলাল নেহরু ভবনে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের সাথে সাক্ষাৎ করেন (৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯)।

৭.২. পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সাথে কূটনীতিতে গতিময়তা আনয়ন

বর্তমান সরকার দায়িত্ব-গ্রহণের পর পূর্ব-এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব দেশগুলোর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করার নিমিত্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে যার ফলে চীন ও জাপানের মতো দুই বৈশ্বিক পরাশক্তির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক কৌশলগত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার বর্তমান মেয়াদে ৫ বার জাপানে, বেশ কয়েক বার চীন, দক্ষিণ কোরিয়া ও অস্ট্রেলিয়া সফর করেন। জাপানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, চীনের রাষ্ট্রপতি এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বর্তমান সরকারের মেয়াদে বাংলাদেশ সফর করেছেন।

চীনের মূল ভূখণ্ড বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের অন্যতম প্রধান বৃহত্তম উৎস। চীনের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যও অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশের কূটনৈতিক উদ্যোগে চীন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। চীনের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এখন অর্থনীতি, তথ্য যোগাযোগ-প্রযুক্তি, বিনিয়োগ, বিদ্যুৎ, পানি, সংস্কৃতি, পর্যটন, সামুদ্রিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ভাষা শিক্ষা ইত্যাদি খাতে বিস্তৃত। বাংলাদেশের অন্যতম বন্ধু দেশ জাপান কৃষি, মেট্রোরেল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল আপগ্রেডেশন, শিপ রিসাইক্লিং, কাস্টমস ম্যাটারস, ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি, ডিফেন্স কোঅপারেশন, আইসিটি, সাইবার সিকিউরিটি এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করছে। এছাড়াও, বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম উন্নয়ন সহযোগী দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ৩ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশ-কোরিয়ার সম্পর্ক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্বালানি, পরিবেশ সংরক্ষণ, সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং ঋণ সহায়তা বিষয়ে সম্প্রসারিত। শ্রমবাজার সম্প্রসারণ, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কোরিয়ায় বাংলাদেশি পণ্যের শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদানে কূটনৈতিক প্রয়াস চলমান আছে। রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশের কূটনৈতিক উদ্যোগে চীনসহ পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মহামারি করোনা মোকাবেলায় বাংলাদেশ সফল টিকা কূটনীতির ফল হিসেবে কোভিড-১৯ মোকাবেলায়ও COVAX এর আওতায় বাংলাদেশকে জাপান উপহার হিসেবে ৪৫ লক্ষ AstraZeneca টিকা এবং চীন ৫.০২১ মিলিয়ন সিনোফার্ম টিকা প্রদান করে।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সাথেও বিগত পনেরো বছরে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে প্রভূত অগ্রগতি হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, ব্রুনেই এবং সিঙ্গাপুরসহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রায় সবগুলো দেশে সরকারি সফরে গমন করে। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ব্রুনেই, কম্বোডিয়ার রাষ্ট্র/সরকার প্রধানগণ বাংলাদেশ সফর করেন। এ সময়কালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সাথে অনেকগুলো চুক্তি/সমঝোতা স্মারক সাক্ষরিত হয়। ২০২১ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশ থেকে আরও ৫ বছর কর্মী নিয়োগের বিষয়ে মালয়েশিয়ার সাথে একটি সমঝোতা স্মারক সাক্ষরিত হয়। এছাড়াও জ্বালানি, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, কৃষি, খাদ্য, বিমান যোগাযোগ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, পর্যটন ও কারিগরি সহায়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর কূটনৈতিক তৎপরতা চলছে।

বাংলাদেশ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ছয়টি (মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম) কূটনৈতিক সম্পর্কে ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সিঙ্গাপুরের সাথে স্মারক ডাকটিকেট, থাইল্যান্ডের সাথে স্মারক ডাকটিকেট ও ই-বুক, ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনামের সাথে যৌথভাবে লোগো এবং ইন্দোনেশিয়ান ভাষায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের অনুবাদ উন্মোচন করে। রোহিঙ্গা সমস্যা মোকাবেলায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের কার্যকর ভূমিকা এবং বাংলাদেশের ASEAN Sectoral Dialogue Partner-এর আবেদনের প্রতি সমর্থন আদায়ের বিষয়ে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চলমান আছে। এ সরকারের সময়ই ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, লাওসের সাথে অফিসিয়াল ও ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্টধারীদের জন্য ভিসা অব্যাহতি চুক্তি সাক্ষরিত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্রুনেই-এর সুলতান মহামহিম হাজি হাসানাল বল্কিয়া-এর আমন্ত্রণে গত ২১-২৩ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে ব্রুনেই-এ সরকারি সফর করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেইজিং-এর Diaoyutai State Guest House-এ চীনের প্রেসিডেন্ট Xi Jinping এর সাথে সাক্ষাৎ করেন (৫ জুলাই ২০১৯)।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে টোকিওতে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে স্বাগত জানান দেশটির মাননীয় প্রধানমন্ত্রী KISHIDA Fumio (২৬ এপ্রিল ২০২৩)।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কম্বোডিয়া সফর

পররাষ্ট্র সচিব রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন এবং সফররত থাইল্যান্ডের পররাষ্ট্র বিষয়ক স্থায়ী সচিব Sarun Charoensuwan ২০২২ সালের ৩০ অক্টোবর ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যকার কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে স্মারক ডাকটিকিট ও ই-বুক উন্মোচন করেন।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সাথে ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী Retno L. P. Marsudi সাক্ষাৎ করেন (১৬ নভেম্বর ২০২১)।

৭.৩. শ্রমবাজার-কেন্দ্রিক কূটনীতি থেকে বেরিয়ে মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিকাশ

বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেয়ার আগ পর্যন্ত মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিল মূলত শ্রম বাজার সুসংহতকরণ কেন্দ্রিক। ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দ্বিপাক্ষিক নানা খাতে সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করার প্রচেষ্টা শুরু করে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে সম্পর্কে গতিময়তা আনতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেশ কয়েক দফা সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত এবং কাতার সফর করেন। জোরালো কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে শ্রম বাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে বিদ্যমান শ্রমবাজার সুসংহতকরণের পাশাপাশি কর্মী প্রেরণ প্রক্রিয়াও সহজতর করা হয়েছে যার ফলে শ্রমবাজারও সম্প্রসারিত হয়েছে।

অবকাঠামো, বন্দর, সিমেন্ট, বিদ্যুৎ খাতে সৌদি আরব থেকে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ এসেছে। সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে বাংলাদেশের পণ্যবাজারও সম্প্রসারিত হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণ, কারিগরী সহায়তা, জ্বালানি সরবরাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অন্তত ৭৭টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক (সৌদি আরবের সাথে ২৬টি, সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাথে ১৮টি, কাতার ও কুয়েতের সাথে ৯টি করে, ইরানের সাথে ৮টি, জর্ডানের সাথে ৩টি এবং বাহরাইনের সাথে ৪টি) স্বাক্ষরিত হয়েছে যার মাধ্যমে এসকল ক্ষেত্রে সহযোগিতা অধিকতর প্রসারিত হয়েছে। স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক/চুক্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে দ্বৈতকর প্রত্যাহার সংক্রান্ত ও বিনিয়োগ উন্নয়ন সমঝোতা স্মারক/চুক্তি। এছাড়াও, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করে বাংলাদেশ ২০১৫ সালে ৪১টি মুসলিম রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত সন্ত্রাস বিরোধী ইসলামিক সামরিক জোটে অংশগ্রহণ করে। ২০২২ সালে বাংলাদেশ নবগঠিত ওআইসি-এর মহিলা উন্নয়ন বিষয়ক সংস্থার সনদের অনুসমর্থনের মাধ্যমে এই সংস্থায় যোগদান করে। এছাড়া, জিসিসিভুক্ত দেশগুলোর সাথে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্পর্কোন্নয়নের জন্য জিসিসি সচিবালয়ের সাথে নিয়মিত কৌশলগত ডায়লগ আয়োজনের জন্য নভেম্বর ২০২২-এ একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে যার প্রথম ডায়লগটি ২০২৩ অনুষ্ঠিত হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে গণভবনে সৌদি আরবের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী Faisal bin Farhan Al Saud সাক্ষাৎ করেন (১৬ মার্চ ২০২২)।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাতারের দোহায় সেদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আব্দুল রহমান বিন জসিম আল থানির সাথে সাক্ষাৎ করেন (২৩ মে ২০২৩)।

০৭-১২ মার্চ ২০২২ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংযুক্ত আরব আমিরাতে সরকারি সফর

৭.৪. আফ্রিকা মহাদেশের সাথে কূটনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের উদ্যোগ

২০০৯-২০২৩ সময়কালে আফ্রিকার দেশসমূহের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিবিড়তর করার লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসগুলো আন্তরিকভাবে কাজ করছে। উক্ত সময়কালে আফ্রিকার দেশসমূহের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে আফ্রিকায় বাংলাদেশের কূটনৈতিক উপস্থিতি বৃদ্ধি, বিভিন্ন উচ্চপর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক ভ্রমণ, দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর, দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ সভা (FOC), চুক্তিভিত্তিক চাষাবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা সম্প্রসারণ সংক্রান্ত সেমিনার, বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। এ মেয়াদে আফ্রিকার ৪টি দেশে (আলজেরিয়া, মরিশাস, ইথিওপিয়া এবং সুদান) কূটনৈতিক মিশন স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। এ সরকারের মেয়াদে আফ্রিকার দেশগুলোর সাথে কূটনৈতিক এবং অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি চুক্তি (বতসোয়ানা), কৃষি ও বাণিজ্য সম্প্রসারণ (গাম্বিয়া, মিশর, দক্ষিণ সুদান, রুয়ান্ডা), বহিঃসমর্পণ সম্পর্কিত চুক্তি এবং অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক আইনগত সহায়তা চুক্তি (দক্ষিণ আফ্রিকা), দ্বৈত-করারোপণ পরিহার ও রাজস্ব ফাঁকি রোধ বিষয়ক (মরক্কো), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহযোগিতা বিষয়ক (মিশর, মরক্কো), চুক্তিভিত্তিক চাষাবাদ (এসওয়াতিনি), শ্রম সহযোগিতা (সিশেলস), সরাসরি বিমান (মিশর), নৌ-যোগাযোগ, শিক্ষা, কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন এবং দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ সভা (এসওয়াতিনি, বতসোয়ানা, নাইজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইথিওপিয়া, মরক্কো, মিশর এবং আলজেরিয়ার) বিষয়ে চুক্তি/সমঝোতা স্মারক/প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়। উল্লেখ্য আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের সাথে (আলজেরিয়া, কেনিয়া, ইথিওপিয়ার, দক্ষিণ আফ্রিকা, মিশর, এবং মরক্কো) নিয়মিত দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সাথে ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় নাইজেরিয়ার কমিউনিকেশন এন্ড ডিজিটাল ইকোনমি মন্ত্রী Professor Isa Ali Ibrahim Pantami সাক্ষাৎ করেন (১৪ জানুয়ারি ২০২৩)।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সাথে ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় দক্ষিণ সুদানের পররাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিষয়ক উপ-মন্ত্রী Deng Dau Deng Malek এর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন (৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২)।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি এবং গাম্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী Mamadou Tangara ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় নিজ নিজ দেশের পক্ষে বৈদেশিক অফিস প্রটোকল স্বাক্ষর করেন (১৭ মে ২০১৯)।

৭.৫. উন্নয়ন সহযোগিতার সম্পর্ক থেকে পশ্চিম ইউরোপের সাথে অংশীদারত্বের সম্পর্কে উন্নীতকরণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে ইউরোপীয় দেশসমূহ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে অধিকতর মজবুত অংশীদারত্বের সম্পর্ক বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সম্পর্ক গভীরতর করার নিমিত্ত মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সফর করেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকেও বেশ কয়েকজন সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান বাংলাদেশ সফর করেন। এসব সফরের প্রভাবে এবং অবিরাম কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে পশ্চিম ইউরোপের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নয়ন সহযোগিতার গন্ডি পেরিয়ে নানা খাতে সম্প্রসারিত হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ পশ্চিম ইউরোপের অনেক দেশের সাথে সম্প্রতি বাংলাদেশের সম্পর্ক কৌশলগত অংশীদারিত্বে দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ইউরোপের দেশসমূহের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি, রাজনৈতিক মতৈক্য তৈরি, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বাংলাদেশি অভিবাসীদের মঙ্গলসাধন, বৈধ উপায়ে অভিবাসনের সুযোগ তৈরি ও অবৈধ অভিবাসীদের নিরাপদ প্রত্যাবাসন নিশ্চিতকরণ, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিষয়ে মতৈক্য এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নিয়মিত সফর ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে সম্পর্ককে আরো শক্তিশালীকরণ এবং সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র তৈরিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কূটনৈতিক প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে।

বাংলাদেশের সাথে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, গ্রীস, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, পর্তুগাল, ফিনল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, মাল্টা, সুইডেন, নরওয়ে, ফ্রান্স–এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংলাপসহ প্রায় অর্ধশতাধিক বিভিন্ন উচ্চ-পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর সাথে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, শ্রম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, খাদ্য নিরাপত্তা, অভিবাসন, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ-বান্ধব অবকাঠামো নির্মাণ, প্রশিক্ষণ, বিমান চলাচল ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহে চুক্তি/সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। উল্লেখ্য, ডেনমার্কের সাথে ৭টি, পর্তুগালের সাথে ৬টি, জার্মানির সাথে ৫টি, নেদারল্যান্ডসের সাথে ৭টি, মাল্টার সাথে ২টি, সুইজারল্যান্ডের সাথে ৪টি, গ্রিসের সাথে ৫টি, সুইডেনের সাথে ১টি, বেলজিয়ামের সাথে ১টি, নরওয়ের সাথে ১টি, আইসল্যান্ডের সাথে ১টি-সহ মোট ৪০টিরও অধিক চুক্তি/সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং আরও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চুক্তি/সমঝোতা স্মারক চূড়ান্ত প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের পরও ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশি রপ্তানিপণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশ নিশ্চিত রাখার নিমিত্ত গৃহীত যথাযথ কূটনৈতিক পদক্ষেপের ফলে প্রাথমিকভাবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও যুক্তরাজ্য ২০২৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশকে অভিবাসন বিষয়ক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে বিশেষ এই সুবিধা প্রদান করবে। ইতালি, মাল্টা, গ্রিস, পর্তুগাল ইত্যাদি দেশে বৈধ উপায়ে দক্ষ ও আধা-দক্ষ শ্রমিক রপ্তানির লক্ষ্যে এসব দেশের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইইউ-এর সাথে Migration and Mobility Dialogue অনুষ্ঠিত হয় এবং Talent Partnership চালু হচ্ছে, যা বাংলাদেশিদের বৈধ উপায়ে ইইউ-এর শ্রম বাজারে প্রবেশ নিশ্চিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

বাণিজ্য সম্প্রসারণে সময়োপযোগী, কার্যকরী ও সক্রিয় কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ইউ-ভুক্ত দেশগুলোর বাজারে এ সময়কালে রপ্তানি প্রায় ৩ গুণ হয়েছে, গত ২০২১-২২ সালে বাংলাদেশের মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২৩.২ বিলিয়ন ডলার। ইইউ ও পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ আমাদের ক্রমাগত কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং মিয়ানমারে তাদের নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারকে সকল প্রকার আর্থিক ও রাজনৈতিক সমর্থন প্রদান অব্যাহত রেখেছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে RMG সেক্টরের উন্নয়নকল্পে Sustainability Compact এবং জার্মানির সাথে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (SME) খাতের উন্নয়ন ও কারিগরি প্রশিক্ষণের উৎকর্ষতা সাধন, পরিবেশবান্ধব শিল্প উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে কূটনৈতিক তৎপরতা চলমান রয়েছে। নেদারল্যান্ডের সাথে পানি ও ডেল্টা ব্যবস্থাপনা, সমুদ্র থেকে ভূমি উদ্ধার (Land reclamation) ও কৃষি ব্যবস্থার

আধুনিকায়ন, জার্মানি ও নরওয়ের সাথে নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং ডেনমার্কের সাথে Green Growth-এর ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক অব্যাহত আছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণে ফ্রান্স সহযোগিতা প্রদান করেছে। যুক্তরাজ্য সরকার এবং এয়ারবাস কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বাংলাদেশে এভিয়েশন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা, এয়ার ট্রাফিক পরিচালনা, এয়ার ট্রাফিক নিরাপত্তা উন্নয়ন, বেসামরিক বিমান চলাচল বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই এভিয়েশন নিয়ে সহযোগিতার দ্বার উন্মোচন হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্যারিসে এলিসি প্রাসাদে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি Emmanuel Macron এর সাথে একান্ত বৈঠক করেন (৯ নভেম্বর ২০২১)।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লন্ডনের কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট মার্লবোরো হাউসে কমনওয়েলথ দেশগুলোর সরকার প্রধানদের দ্বিবার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে ব্রিটেনের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন (৫ মে ২০২৩)।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে তাঁর কার্যালয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের স্বরাষ্ট্র বিষয়ক কমিশনার Yiva Johansson সাক্ষাৎ করেন (১০ নভেম্বর ২০২২)।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে তাঁর কার্যালয়ে যুক্তরাজ্যের অল পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপ অন বাংলাদেশের সভাপতি রুশনারা আলীর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করে (৪ জানুয়ারি ২০২৩)।

মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলমের সাথে ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত Reto Siegfried Renggli সাক্ষাৎ করেন (১০ আগস্ট ২০২৩)।

ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় বাংলাদেশ এবং নরওয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত ফরেন অফিস কনসালটেশন বিষয়ক বৈঠকে পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন এবং নরওয়ের পররাষ্ট্র সচিব Tore Hattrem নেতৃত্ব দেন (৩ মার্চ ২০২০)।

৭.৬. পূর্ব ইউরোপে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের নতুন দ্বার উন্মোচিত

কূটনৈতিক সম্পর্কে পরিধি সম্প্রসারণের নিমিত্ত বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পশ্চিম ইউরোপের পাশাপাশি পূর্ব ইউরোপ এবং সিআইএস-ভুক্ত দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করার কূটনৈতিক প্রচেষ্টা শুরু করে। এরই অংশ হিসেবে ২০১৭ সালে স্বাধীন দেশ হিসেবে কসোভোকে স্বীকৃতি প্রদান করে। পূর্ব ইউরোপে বাংলাদেশের কূটনৈতিক উপস্থিতি শক্তিশালী করার নিমিত্ত পোল্যান্ডে এবং রোমানিয়াতে কূটনৈতিক মিশন খোলা হয়েছে। বাংলাদেশ স্বীকৃতি প্রদানে পরপরই কসোভো বাংলাদেশে মিশন স্থাপন করে। জোরালো কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে হাঙ্গেরির নয়াদিল্লী মিশনের ঢাকা অফিসের কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হয়েছে যার ফলে বাংলাদেশি নাগরিকদের ভিসা প্রাপ্তি অনেক সহজতর হয়েছে। মন্ত্রণালয় ও মিশনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে রোমানিয়াতে বাংলাদেশের শ্রমবাজার সম্প্রসারিত হয়েছে। অভিবাসন ব্যয় হ্রাস ও অভিবাসন প্রক্রিয়া সহজ ও নিরাপদ করার ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে প্রায় তিন লক্ষ বাংলাদেশি রোমানিয়ায় গমন করেছে, যা পূর্ব ইউরোপে মানব সম্পদ রপ্তানির ক্ষেত্রে একটি উল্লেযোগ্য মাইলফলক। হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, সার্বিয়া, পোল্যান্ড, কসোভো ও রাশিয়াসহ পূর্ব ইউরোপ ও সিআইএস ভুক্ত অন্যান্য দেশসমূহে শ্রম বাজার সম্প্রসারণের জন্য কূটনৈতিক প্রয়াস অব্যাহত আছে।

মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা রাশিয়ার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক এখন বহুমাত্রিক। রাশিয়া সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের তত্ত্বাবধানে ‘রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ’ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ বিষয়ে ২৬ জুলাই ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে ১১.৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের আন্তঃসরকার ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আগামী ২০২৫ সালে প্রকল্পটি সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশে বিদ্যুতের ঘাটতি বহুলাংশে মিটে যাবে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ প্রকল্পে বাস্তবায়নের জন্য রাশিয়ার Glavkosmos এবং BSCL (বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড) এর মধ্যে Memorandum of Cooperation (MOC) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বিশ্বের উদীয়মান শক্তি তুরস্কের সাথে বাংলাদেশের বহুমাত্রিক সম্পর্ককে কৌশলগত সম্পর্কে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে কূটনৈতিক উদ্যোগ চলমান আছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বর্তমান মেয়াদে একাধিকবার তুরষ্ক সফর করেন। তুরস্কের আঙ্কারায় “বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল পার্ক” উদ্ধোধন করা হয় এবং আঙ্কারায় একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করা হয়। বাংলাদেশও কূটনৈতিক জোন সংলগ্ন একটি পার্ক তুরস্কের জাতির পিতা মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের নামে নামকরণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। দৃঢ় কূটনৈতিক সম্পর্কে ফলেই সাম্প্রতিক সময়ে, বাংলাদেশ-তুরস্ক দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য প্রায় ৯০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও, দেশটির সাথে সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। দেশটি ইতোমধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরে বিনিয়োগের আগ্রহও প্রকাশ করেছে। রোহিঙ্গা সমস্যাসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যুতে দেশটি বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি তুরস্কে সাম্প্রতিক ভয়াবহ ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট মানবিক বিপর্যয়ের সময়ে বাংলাদেশও, দেশটির পাশে মানবিক সাহায্য নিয়ে হাজির হয়েছে।

পূর্ব ইউরোপ ও সিআইএস ভুক্ত অন্যান্য দেশসমূহের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন, খাদ্য শস্য আমদানি, বাংলাদেশের মানবসম্পদ রপ্তানি এবং পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। তুরস্ক, কসোভো ও সার্বিয়ার সাথে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাশিয়া, হাঙ্গেরি, বেলারুশ এবং আজারবাইজানে রাষ্ট্রীয় সফরে গমন করেছেন। বেলারুশের রাষ্ট্রপতিও বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সফরে আগমন করেছেন। পূর্ব ইউরোপে অদূর ভবিষ্যতে সম্পর্কে অনেক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলে আশা করা যায়।

রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন

মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের শপথ অনুষ্ঠানে যোগদান শেষে দেশের ফেরার প্রাক্কালে আঙ্কারা ইসেনবোগা বিমানবন্দরে তাঁকে বিদায় জানান তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম আমানুল হক এবং তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি অ্যাম্বাসেডর ওইয়া তুঙ্গা চাগলি ও আঙ্কারার ডেপুটি গভর্নর মুরাত সয়লু (৬ জুন ২০২৩)।

৭.৭. উত্তর আমেরিকার দেশগুলোর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্র বিস্তৃতকরণ

২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার গঠন করার পর থেকে উত্তর আমেরিকার দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। এসময় যুক্তরাষ্ট্রসহ উত্তর আমেরিকার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দেশ তথা কানাডা ও মেক্সিকোর সাথে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়েছে।

৭.৭.১. যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক

সুশাসন ও গণতন্ত্র, শান্তি ও নিরাপত্তা, মানবাধিকার, বাণিজ্য ও উন্নয়ন এই পাঁচটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের অংশীদারত্বমূলক সম্পর্ক রয়েছে। ৫ মে ২০১২ তারিখে, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত "বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র অংশীদারত্ব সংলাপের যৌথ ঘোষণা"-এর মাধ্যমে এই দু'দেশের মধ্যকার কূটনৈতিক সম্পর্কে একটি নতুন দিক উন্মোচিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় উভয় দেশ ২০১২ সাল থেকে নিয়মিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বার্ষিক সংলাপ করছে, যথা অংশীদারত্ব সংলাপ, নিরাপত্তা সংলাপ, প্রতিরক্ষা সংলাপ এবং টিকফা (ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোঅপারেশন ফোরাম চুক্তি) কাউন্সিল মিটিং (২০১৩ সাল থেকে)। অদ্যাবধি নয় দফা অংশীদারত্ব সংলাপ, আট দফা নিরাপত্তা সংলাপ, নয় দফা প্রতিরক্ষা সংলাপ, চার দফা বাণিজ্য সংক্রান্ত টিকফা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন এবং জন কেরি বাংলাদেশ সফর করেন।

যুক্তরাষ্ট্র সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে সর্ববৃহৎ বিনিয়োগকারী দেশে পরিণত হয়েছে। এছাড়া ধারাবাহিকভাবে রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের পণ্যের একক সর্ববৃহৎ বাজার হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান আরও সুসংহত হয়েছে। ২০০৯ সালের ৪.১ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি ২০২২ সাল নাগাদ প্রায় আড়াই গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১০.৪২ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। বেসরকারি খাতের অংশীদারত্বকে উন্নীত করার জন্য ২০২১ সালে গঠিত ইউএস-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল (USBBC) বিনিয়োগ ও বাণিজ্যসহ অংশীদারত্ব আরও জোরদারে কাজ করছে।

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জ্বালানি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করছে এবং আরও বিনিয়োগে আগ্রহী। বর্তমানে বাংলাদেশে উৎপাদিত প্রাকৃতিক গ্যাসের ৬০% এবং কনডেন্সেটের ৮০% যুক্তরাষ্ট্রের শেভরন উৎপাদন করছে। এছাড়াও সন্ত্রাসবাদ নির্মূল, জঙ্গিবাদ দমন, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, আঞ্চলিক সংযোগ উন্নয়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়নেও সহযোগিতার ধারা অব্যাহত রয়েছে।

করোনা মহামারি মোকাবেলায় এবং উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর বিরূপ প্রভাব দূর করবার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে। 'কোভ্যাক্স অ্যাডভান্স মার্কেট কমিটমেন্ট'-এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে ১০ কোটিরও বেশি ভ্যাকসিন প্রদান করেছে, যা বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র স্বাস্থ্য খাতে সহযোগিতার একটি বড় দৃষ্টান্ত। উল্লেখ্য, গত মে ২০২০ এ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে বাংলাদেশ থেকে ৬.৫ মিলিয়ন পিপিই যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হয়।

গত ডিসেম্বর ২০১৬ তে বাংলাদেশ অর্গানাইজেশন অব আমেরিকান স্টেট (ওএএস) এর স্থায়ী পর্যবেক্ষকের মর্যাদা লাভ করে। ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত অন্যতম প্রাচীন বহুপাক্ষিক সংস্থা যা বাংলাদেশকে ওএএস এবং এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সাথে আরো জোরালো সম্পর্ক তৈরি করে টেকসই উন্নয়ন, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, সন্ত্রাস নির্মূলকরণ ও আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক বিষয়গুলোতে আরো সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে গণভবনে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট কাউন্সিলর Derek H. Chollet সাক্ষাৎ করেন (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩)।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সাথে ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট কাউন্সিলর ডেরেক শোলে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩)।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের জলবায়ু বিষয়ক বিশেষ দূত John Kerry ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় সাক্ষাৎ শেষে যৌথ বিবৃতি দেন (৯ এপ্রিল ২০২১)।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি তাঁর অফিসকক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক ব্যুরোর এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি Donald Lu -এর সাথে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন (১৫ জানুয়ারি ২০২৩)।

৭.৭.২. কানাডার সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং ফরেন অফিস কনসালটেশন

বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ ও উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে কানাডা স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের সাথে কাজ করে আসছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সম্পর্ক বিষয়ে বাংলাদেশ নিয়মিতভাবে কানাডার সাথে ফরেন অফিস কন্সাল্টেশন করে আসছে। ইতোমধ্যে চার দফা সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এবছর ৫ম দফা সংলাপ অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা রয়েছে। কানাডার হাউজ অব কমন্স সেপ্টেম্বর ২০২০ সালে মিয়ানমার কর্তৃক রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতনকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এছাড়াও ২০১৯ সালে কানাডা ICJ-তে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

বাংলাদেশ- কানাডা ফরেন অফিস কনসালটেশন

৭.৭.৩. মেক্সিকোর সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং ফরেন অফিস কনসালটেশন

মেক্সিকো সিটিতে ২০১৩ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশের দূতাবাস তার কার্যক্রম শুরু করে। দূতাবাস স্থাপনের পর থেকে মেক্সিকোতে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১০ সাল থেকে ২০২১ সালের মধ্যে রপ্তানি ১৩৫ মিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ৪৩১ মিলিয়নে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশ ও মেক্সিকোর মধ্যে ইতোমধ্যে দুই দফা Foreign Office Consultation অনুষ্ঠিত হয়। গত ০৬ এপ্রিল ২০২২ তারিখে মেক্সিকোর জাতীয় সংসদে নয় সদস্য বিশিষ্ট মেক্সিকো-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ গ্রুপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা বাংলাদেশ-মেক্সিকো সম্পর্কে অগ্রগতির একটি স্মারক। এ বছর মেক্সিকোও বাংলাদেশে আবাসিক দূতাবাস স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি চেয়েছে যা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তাছাড়া, গত ২-৩ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ ও ব্রাজিলের মধ্যে দ্বিতীয় এবং ৪-৫ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ ও চিলি-এর মধ্যে প্রথম Foreign Office Consultation অনুষ্ঠিত হয়।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের নেতৃত্বে ব্রাসিলিয়ায় বাংলাদেশ-ব্রাজিল ফরেন অফিস কনসালটেশন অনুষ্ঠিত হয় (২ অক্টোবর ২০২৩)।

৭.৮. ল্যাটিন আমেরিকায় বাংলাদেশের কূটনৈতিক উপস্থিতি জোরদারকরণ

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রচলিত ধারার বাইরে কূটনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বিস্তৃত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ল্যাটিন আমেরিকার সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে অসীম সম্ভাবনা (যা এ যাবৎ অন্বেষণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়নি) কাজে লাগানোর নিমিত্ত ২০১২ সালে এ অঞ্চলে বাংলাদেশ দূতাবাস পুনরায় চালু করা হয়। এর পাশাপাশি দক্ষিণ আমেরিকার সাথে সম্পর্ক নিবিড়তর করণের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক পর্যায়ে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা, ভিসা সহজীকরণ, বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সফর বিনিময়, পণ্যের নতুন বাজার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবসায়িক পর্যায়ে যোগাযোগে সহায়তা, বাংলাদেশের রপ্তানিপণ্যের উপর শুল্কহ্রাসের জন্য আলোচনা, বাণিজ্য সহায়ক চুক্তি/সমঝোতা স্মারক সম্পাদন করা, অপরিহার্য আমদানি পণ্যের উৎস বহুমুখীকরণের প্রচেষ্টা, মার্কসুর বাণিজ্য অঞ্চলের সঙ্গে অগ্রাধিকারমূলক বা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ, ভিসা সহজীকরণ ইত্যাদি উদ্যোগ নেয়া হয়।

২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনৈতিক জোট MERCOSUR- এর সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে আলোচনা ও প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধদল গত আগস্ট ২০১৯ সালে মার্কোসুরের ৪টি সদস্য দেশ- আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, উরুগুয়ে এবং প্যারাগুয়ে সফর করে ৪ দেশের পররাষ্ট্র ও বাণিজ্য মন্ত্রীসহ ১৮ মন্ত্রীর সাথে সভা করে বাংলাদেশের আগ্রহের কথা তুলে ধরেন। ২০২২ সালের জুলাই মাসে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ব্রাজিল সফর করেন। সফরকালে ব্রাজিলসহ মার্কসুর অঞ্চলে বাংলাদেশি পণ্যের বাজার সৃষ্টি, উক্ত অঞ্চল থেকে বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ, প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে খাদ্য ও সয়াবিন আমদানি; মার্কসুর অঞ্চলের সাথে PTA/FTA স্বাক্ষরের বিষয়ে আলোচনা হয়।

নানাবিধ কূটনৈতিক উদ্যোগের ফলে রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে যোগাযোগ বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে ব্রাজিলের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য প্রায় ১০% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২২ সালে দুই দেশের মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ২.৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি। তবে ব্রাজিল থেকে ব্যাপক হারে চিনি, তুলা ও সয়াবিন আমদানির ফলে উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য ঘাটতি বিদ্যমান রয়েছে। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে সাও পাওলো শহরে বাংলাদেশের একটি পূর্ণাঙ্গ কন্স্যুলেট জেনারেল প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ২০১৯ সালে উদ্যোগ নেয়া হয়। বাংলাদেশ ও ব্রাজিলের মধ্যে Basic Agreement on Technical Cooperation স্বাক্ষরিত হলে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত হবে।

সম্প্রতি কূটনৈতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশের পণ্য বাজারের বিপুল সম্ভাবনা বিচার করে আর্জেন্টিনা ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে ঢাকায় দূতাবাস স্থাপন করে। দু'দেশের মধ্যে কূটনৈতিক এবং অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের জন্য ভিসা অব্যাহতি চুক্তি, দু'দেশের ফরেন সার্ভিস একাডেমির মধ্যে সমঝোতা স্মারক, ফুটবল সহযোগিতা বিষয়ক চুক্তি এবং সহযোগিতা ও বাণিজ্য বিনিময় বিষয়ক সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Understanding on Cooperation and Trade Exchange), অর্থাৎ মোট ৪টি চুক্তি/সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক নতুন মাত্রায় নিয়ে যাবার জন্য কার্যক্রম চলমান আছে।

৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিল্লীর ভারত মণ্ডপম কেন্দ্রের দ্বিপাক্ষিক সভা কক্ষে আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতি Alberto Angel Fernandez-এর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন।

মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম, এমপি এবং আর্জেন্টিনার পররাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও উপাসনা মন্ত্রী Santiago Andrés Cafiero ঢাকায় বনানীতে আর্জেন্টিনার দূতাবাস উদ্বোধন করেন (২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩)।

৮.০

বহুপাক্ষিক কূটনীতির বহুমাত্রিকতায় বিস্তার

৮.১. জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রেজুল্যুশন উত্থাপনের মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা

জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রেজ্যুলেশন উত্থাপন ও গ্রহণ করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রণীত বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি "সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরিতা নয়" জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত "International Year of Dialogue as a Guarantee of Peace, ২০২৩" শীর্ষক রেজ্যুলেশনের ১৪তম অনুচ্ছেদে সর্বসম্মতিক্রমে সন্নিবেশ করা হয়। ৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে বিশ্বমানবতা ও বিশ্বশান্তির অন্যতম প্রবক্তা বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক এই দর্শন প্রথমবারের মত জাতিসংঘের কোন রেজ্যুলেশনে সন্নিবেশিত হয়।

জাতিসংঘে বাংলাদেশের ফ্ল্যাগশিপ রেজ্যুলেশন হলো Culture of Peace। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৫ জুন ২০২৩ তারিখে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে "Follow up to the Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace" শীর্ষক রেজ্যুলেশন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়, যা ১০৭ টি দেশ কো-স্পন্সর করে। বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে "শান্তির সংস্কৃতি" বিষয়ক রেজ্যুলেশনসমূহের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে শান্তিপূর্ণ বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের অবদানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

গত ১৬ মে ২০২৩ তারিখে কমিউনিটি ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক "Community-based Primary Healthcare: A Participatory and Inclusive Approach to Universal Health Coverage" শীর্ষক রেজ্যুলেশনটি জাতিসংঘে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত এ রেজ্যুলেশনটি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বে বাংলাদেশে কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক মডেলের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অসামান্য উদ্ভাবনী নেতৃত্বকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮ তম অধিবেশনে কমিউটিনটি ক্লিনিক মডেলকে "শেখ হাসিনা ইনিশিয়েটিভ" হিসেবে উল্লেখপূর্বক অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের জন্য অনুসরণীয় হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৭তম অধিবেশনে অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার বিষয়ে একটি রেজ্যুলেশন গ্রহণ করে "অটিজম"-কে আন্তর্জাতিক মহলের আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসে, যা এ বিষয়ে বিশ্ব-জনমত ও সচেতনতা তৈরিতে সহায়তা করেছে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ে, সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে প্রাকৃতিক তন্তু পাট বিষয়ে এবং ৭৫তম অধিবেশন Drowning prevention ও দৃষ্টিশক্তি বিষয়ে পৃথক দুটি রেজ্যুলেশন উত্থাপন করে। এ রেজ্যুলেশনগুলো উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দেশ co-sponsor করে এবং সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়, যা একটি বিশাল অর্জন। বাংলাদেশের নেতৃত্বে জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদে মানবাধিকার রক্ষায় জলবায়ুর প্রভাব শীর্ষক মোট ১৩টি রেজ্যুলেশন গৃহীত হয়েছে। এছাড়াও, বাংলাদেশ জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদে পরিবার রক্ষা বিষয়ক ৩টি রেজ্যুলেশনে উত্থাপন ও গ্রহণে নেতৃত্ব দিয়েছে।

২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সাধারণ বিতর্ক পর্বে বক্তব্য প্রদান করেন।

৮.২. বহুপাক্ষিক বিভিন্ন সংস্থার নির্বাচনে সাফল্য

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সক্রিয় ভূমিকা পালনের মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার সদা সচেষ্ট। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান গ্রহণযোগ্যতা এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একনিষ্ঠ প্রয়াসের ফলশ্রুতিতে বিগত দেড় দশকে প্রায় সকল আন্তর্জাতিক সংস্থার নির্বাচনে বাংলাদেশ বিপুল সাফল্য অর্জন করেছে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় নেতৃত্বের উপর বিশ্ব সম্প্রদায়ের আস্থারই পরিচায়ক।

বাংলাদেশ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি এসোসিয়েশনের নির্বাহী কমিটির চেয়ারপার্সন, ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট, ECOSOC এর সদস্য, LDC Chair, South-South Co-operation সংক্রান্ত উচ্চ পর্যায়ের কমিটির সভাপতি, আন্তর্জাতিক মোবাইল স্যাটেলাইট সংস্থার মহাপরিচালক, ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়নের কাউন্সিল সদস্য, UN Women, UNICEF, UNDP, UNFPA-এর নির্বাহী কমিটির সভাপতি, Peace Building Commission-এর চেয়ার, ইত্যাদির মত গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করে। একই সময়কালে বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার রক্ষা সংক্রান্ত জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদে সদস্য হিসেবে পাঁচবার নির্বাচিত হওয়া বাংলাদেশের ইতিহাসে এক বিশেষ অর্জন। এই সময়ে বাংলাদেশ একাধিকবার CEDAW, CMW-র মতো গুরুত্বপূর্ণ Treaty Body-তে দায়িত্ব পালন করে। বর্তমানে বাংলাদেশ জাতিসংঘের শান্তি বিনির্মাণ কমিশনে ২০২৩ সাল মেয়াদে উপ-সভাপতি, ইউএনডিপি, ইউএনএফপিএ এবং ইউএনঅপস এর নির্বাহী পরিষদের উপ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্বপালন করছে। এছাড়া, বর্তমানে জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদ, জাতিসংঘের অর্থনৈতিক পরিষদ/ইকোসক, বিশ্ব খাদ্য সংস্থা, ইউনেস্কোর ইন্ট্যাঞ্জিবল কালচারাল হেরিটেজ কমিটি, কমিশন অন দ্য স্ট্যাটাস অব উইমেন (সিএসডবিউ), UN Women ও UNICEF নির্বাহী পরিষদসহ জাতিসংঘের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কমিটি ও পদে নির্বাচিত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্রী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা বিশ্বখ্যাত অটিজম ও মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ সায়মা ওয়াজেদ পুতুল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)-এর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক নির্বাচিত হয়েছেন (১ নভেম্বর ২০২৩)।

৮.৩. বিশ্ব অভিবাসন নীতি প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনায় নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনায় বিশ্ব অভিবাসননীতি প্রণয়নে বাংলাদেশ নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। এ লক্ষ্যে নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও নিয়মিত অভিবাসন নিশ্চিত করতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম)-সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে অবিরাম কাজ করে চলেছে। এ লক্ষ্যে Global Compact for Migration (GCM) বাস্তবায়ন, নিরীক্ষণ ও পর্যালোচনার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টমন্ত্রণালয়গুলোর উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে Bangladesh Migration Compact Taskforce গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ ১৭-২০ মে ২০২২ তারিখে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত International Migration Review Forum-এ মূল আউটকাম ডকুমেন্ট 'Progress Declaration'-এর নেগোসিয়েশন বা দরকষাকষিতে নেতৃত্ব দেয়।

২০১৫ সালে অভিবাসন ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বৈশ্বিক ফোরামের (GFMD) সভাপতি নির্বাচিত হয় বাংলাদেশ। এর ধারাবাহিকতায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২০১৬ সালের এপ্রিলে জাতিসংঘে প্রথমবারের মত অভিবাসীদের গ্লোব্যাল কমপ্যাক্ট (GCM) বিষয়ক একটি ধারণাপত্র উপস্থাপন করে এবং নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও নিয়মিত অভিবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে একটি সুনির্দিষ্ট বৈশ্বিক রূপরেখা প্রণয়নের অনুরোধ জানায়। অব্যাহত জোর কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭১তম অধিবেশনে বাংলাদেশের গ্লোব্যাল কমপ্যাক্ট বিষয়ক প্রস্তাবনাটি অন্তর্ভুক্ত করে শরণার্থী ও অভিবাসী বিষয়ক নিউইয়র্ক ঘোষণা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এছাড়া জিএফএমডির সভাপতি হিসাবে ১০-১২ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে ঢাকায় ফোরামের নবম শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে Global Forum on Migration and Development (GFMD-2016) এর নবম অধিবেশনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দের সাথে ফটোসেশন করেন।

৮.৪. মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষায় বাংলাদেশের প্রয়াস সমুন্নত করার উদ্যোগ

মানবাধিকার সুনিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ বরাবরই বদ্ধপরিকর। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও এ ক্ষেত্রে সরকারের প্রচেষ্টা তুলে ধরতে সদা তৎপর। বাংলাদেশ জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদে তিন বছর মেয়াদী সদস্যপদে গত ১৪ বছরে মোট ৫ বার নির্বাচিত হয়েছে। বাংলাদেশ গত ১১ অক্টোবর ২০২২ তারিখে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট পেয়ে ৫ম বারের মত জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের ২০২৩-২০২৫ মেয়াদে সদস্য নির্বাচিত হয়। অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এবারের নির্বাচনে এ বিজয় বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আস্থার সুস্পষ্ট প্রমাণ। এ নির্বাচনের ফলে বাংলাদেশ জাতিসংঘে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আরও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারবে। এ নির্বাচনে বাংলাদেশের প্রার্থীতার পক্ষে সমর্থন আদায়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের মাধ্যমে জোর প্রচারণা চালায় এবং সামগ্রিক সমন্বয় সাধন করে।

বাংলাদেশ নিয়মিতভাবে জাতিসংঘের Human Rights Treaty Body-তে ICCPR, ICESCR, ICRMW, UNCAT-সহ অনুসমর্থনকৃত ৮টি মানবাধিকার বিষয়ক কনভেশনের মধ্যে ৭টির উপরেই প্রতিবেদন দাখিল করেছে এবং জেনেভাতে অনুষ্ঠিত রিভিউ সেশনে অংশগ্রহণ করেছে। এছাড়াও, জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে মানবাধিকার বিষয়ক Universal Periodic Review (UPR)-এর সকল cycle-এর রিভিউতে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করেছে এবং মোট ৩৮৫টি সুপারিশ গ্রহণ করেছে ও তা বাস্তবায়ন করেছে/বাস্তবায়নাধীন আছে। সম্প্রতি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জাতিসংঘের মোট ৬ জন Special Rapporteur-এর বাংলাদেশ সফরের আয়োজন করে।

এছাড়াও, জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার মিশেল ব্যাশেলেট গত ১৪-১৭ আগস্ট ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ সফর করেন। ১৯৯৩ সালে মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় প্রতিষ্ঠার পর জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কোনো হাইকমিশনারের এটিই প্রথম সফর। হাইকমিশনার ব্যাশেলেট, রোহিঙ্গাদের প্রতি বাংলাদেশের মানবিক সহায়তার ব্যাপক প্রশংসা করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে গণভবনে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার Michelle Bachelet সাক্ষাৎ করেন (১৭ আগস্ট ২০২২)।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে 'Climate Justice and Peace in the Context of Bangladesh' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন (২৫ নভেম্বর ২০২১)।

মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম, এমপি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের নির্বাচনে বাংলাদেশের বিজয়, ইউক্রেন ইস্যুতে জাতিসংঘে উত্থাপিত রেজুলেশনের পক্ষে বাংলাদেশের ভোটদান এবং যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর সাম্প্রতিক সফরকালে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক বৈঠক সম্পর্কে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন (১৩ অক্টোবর ২০২২)।

৮.৫. শান্তিরক্ষা, শান্তি বিনির্মাণ ও শান্তিপূর্ণ বিশ্ব প্রতিষ্ঠা

শান্তিরক্ষা ও শান্তি বিনির্মাণে সক্রিয় ভূমিকা পালনে বাংলাদেশের উদ্যোগ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত। বিশ্বব্যাপী শান্তির বার্তা প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ১৯৯৯ সাল থেকে প্রতি বছর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে "শান্তির সংস্কৃতি" শীর্ষক রেজ্যুলেশন উত্থাপন করে আসছে, যা বরাবরই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ে থাকে। বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশ শীর্ষে অবস্থান করছে। অতি দ্রুত ও সর্বনিম্ন সময়ে সৈন্য মোতায়েন ও সরঞ্জামাদি সরবরাহের কারণে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ আজ একটি বিশ্বস্ত নাম। বাংলাদেশ থেকে এ পর্যন্ত ১লক্ষ ৮৮ হাজার ৫৫৮ জন শান্তিরক্ষী জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ করেছেন এবং তাদের মধ্যে ১৬৭ জন সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেছেন। বাংলাদেশ শান্তিরক্ষা মিশনে নারী শান্তিরক্ষী প্রেরণেও এগিয়ে আছে এবং এ পর্যন্ত ২,৭২৮ জন নারী শান্তিরক্ষী দায়িত্বপালন করেছেন। নারী কন্টিঞ্জেন্ট প্রেরণ করে বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রশংসিত। বর্তমানে ৯টি শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে ৭,৪৩৬ জন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী নিয়োজিত আছেন, যার মধ্যে ৫৭২ জন নারী শান্তিরক্ষী। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনের মাধ্যমে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের কার্যকর ও বর্ধিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে জাতিসংঘের সাথে নিয়মিত আলোচনা ও সমন্বয়ের কাজটি করে থাকে। ২০২০ সালে জাতিসংঘ মহাসচিবের 'Women, Peace and Security' থিম এর অধীন বাংলাদেশকে চ্যাম্পিয়ন কান্ট্রি ঘোষণা করা হয়।

২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গাম্বিয়া ও বাংলাদেশ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে যৌথভাবে শান্তিরক্ষী প্রেরণ (co-deployment)-এর বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ বিষয়ে আলোচনার লক্ষ্যে গাম্বিয়ার মহামান্য রাষ্ট্রপতির বিশেষ দূত হিসেবে গাম্বিয়ার মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ সময় বাংলাদেশ সফর করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সার্বিক সমন্বয় সাধন করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে শহিদ ও আহত শান্তিরক্ষীদের সম্মাননা প্রদান করেন (২৯ মে ২০২৩)।

৮.৬. সাফল্যের সাথে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন

আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে দৃঢ় সম্পৃক্ততা বাংলাদেশের বহুপাক্ষিক কূটনীতির এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশ অনেকগুলো আন্তর্জাতিক সম্মেলন ঢাকায় আয়োজন করে। ২৫-২৬ জুলাই ২০১১ তারিখে ঢাকায় International Conference on Autism অনুষ্ঠিত হয়ে। ২০১১ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে থাকা দেশগুলোর সংগঠন CVF (Climate Vulnerable Forum) এর তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব বান কি মুন-সহ অনেক দেশের শীর্ষ নির্বাহীরা এতে যোগ দেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে উক্ত সম্মেলনের পরই CVF জলবায়ু কূটনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ০১-০২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ প্রথমবারের মত "International Workshop on Blue Economy" কর্মশালা আয়োজন করা হয়। অভিবাসন ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বৈশ্বিক ফোরাম-GFMD- এর সভাপতি হিসাবে ১০-১২ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে ঢাকায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করা হয়। ২২-২৩ নভেম্বর ২০১৭ ঢাকায় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ব্লু-ইকোনমি ডায়ালগ আয়োজিত হয়। ২০১৮ সালের ৫-৬ মে ঢাকায় ৪৫তম ওআইসি কাউন্সিল অব ফরেন মিনিস্টারস (সিএফএম) অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে "National Workshop on 4th Industrial Revolution" শীর্ষক কর্মশালা আয়োজিত হয়। বাংলাদেশ ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে IORA-এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর IORA-এর ২১ ও ২২তম মন্ত্রী পর্যায়ের, ২৩ ও ২৪তম সিনিয়র অফিসিয়ালস এবং ১২-১৩তম দ্বিবার্ষিক সিনিয়র অফিসিয়ালস সভার আয়োজন করে। ৪-৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ঢাকাস্থ হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টাল-এ '৩য় ভারত মহাসাগরীয় বলয় সংস্থা বা IORA-এর ব্লু-ইকোনমি শীর্ষক মন্ত্রীপর্যায়ের কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উক্ত সম্মেলন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। এছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিগত ৮ এপ্রিল ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ কর্তৃক ভার্চুয়াল মাধ্যমে আয়োজিত দশম ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলনে ডি-৮-এর সভাপতিত্ব লাভ করেন। উক্ত শীর্ষ সম্মেলনের প্রাক-প্রস্তুতিমূলক সভা হিসেবে বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৭ এপ্রিল ২০২১ তারিখে ১৯-তম D-8 Council of Ministers ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব)- এর সভাপতিত্বে ৫-৬ এপ্রিল ২০২১ তারিখে 43 rd Session of the D-8 Commission অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ IOCINDIO-এর বর্তমান সভাপতি হিসেবে ২৮-৩০ মার্চ ২০২৩ তারিখে ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে IOC Regional Committee for the Central Indian Ocean (IOCINDIO)-এর নবম অধিবেশন আয়োজন করেছে।

ঢাকায় ৪৫তম ওআইসি কাউন্সিল অব ফরেন মিনিস্টারস (সিএফএম) এ বিভিন্ন দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী (৬ মে ২০১৮)

ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে 3rd IORA Blue Economy Ministerial Conference 2019-এ অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহের মন্ত্রী ও প্রতিনিধিদের সাথে ফটোসেশনে অংশ নেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯)।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ডি-৮ এর ২৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন এবং ডি-৮ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের ২০তম অধিবেশনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন (২৭ জুলাই ২০২২)।

৯.০

অর্থনৈতিক কূটনীতি

৯.১. বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের উদ্যোগ

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেশে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে বর্তমান সরকারের গৃহীত সকল পদক্ষেপ তুলে ধরে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার ব্যাপারে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের নানা উদ্যোগের ফলে দেশে বিদেশি বিনিয়োগও উলেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী ২০০৬ ও ২০০৭ সালে বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ছিলো যথাক্রমে মাত্র ৪৫৬ মিলিয়ন ডলার ও ৬৫১ মিলিয়ন ডলার। এসব বিদেশি বিনিয়োগ মূলত টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎ এবং পোশাকখাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার ২০০৯ সাল থেকে দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, দক্ষ-পরিশ্রমী জনবল সৃষ্টি, আকর্ষণীয় প্রণোদনার মাধ্যমে উদার বিনিয়োগ নীতি গ্রহণ করে। পাশাপাশি সরকার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিশাল বাজারের মধ্যবর্তী ভৌগোলিক অবস্থানকে কাজে লাগানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর ফলে বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। বাংলাদেশ বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে অবকাঠামোসহ সব নীতিগত সহায়তা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। ফলে গত ১৫ বছরে বাংলাদেশে বিভিন্ন খাতে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়েছে। গত পাঁচ বছরে প্রতি বছরই বাংলাদেশে গড়ে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে।

সরকার ‘বাংলাদেশ বিনিয়োগ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬’ প্রণয়ন করেছে এবং ২০১৯ সাল থেকে ওয়ানস্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে ৩৫টি সংস্থার ১৫৪টি বিনিয়োগ সেবা অনলাইনে প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ৩৯টি হাইটেক পার্ক নির্মাণ করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হচ্ছে। ২০২২ সালে প্রথম নয় মাসে বাংলাদেশে প্রায় ২.৬ বিলিয়ন ডলার বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে। রপ্তানি অর্থনৈতিক অঞ্চল ছাড়াও বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, বিদ্যুৎ, ঔষধ শিল্প, টেলিযোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং পর্যটন খাতে বিনিয়োগ এসেছে। চীন, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, সিঙ্গাপুর এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে এসব বিনিয়োগ এসেছে।

ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নয়ন ও বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। হাইটেক ও সফটওয়্যার পার্কে বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিডা, বেপজা, হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, বিজনেস ফেডারেশন ও চেম্বারসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে সমন্বয়ক্রমে বিজনেস এবং ইনভেস্টমেন্ট সামিট, রোড শো ইত্যাদি আয়োজন করছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২০২২ সালের ৯-১৩ জুন তারিখে দেশে প্রথম বারের মতো অর্থনৈতিক কূটনৈতিক সপ্তাহ (Economic Diplomacy Week) আয়োজন করা হয়। নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ, ব্যবসায়ী এবং বিনিয়োগকারীগণ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ, ব্যবসায়িক সুযোগ সৃষ্টি এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে আলোচনা করেন। আগামী দিনগুলোতেও বিনিয়োগ আকর্ষণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উদ্যোগ অব্যাহত রাখবে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে প্রথম বারের মতো অর্থনৈতিক কূটনীতি সপ্তাহ (৯-১১ জুন, ২০২২) উদযাপন করা হয়।

৯.২. বাংলাদেশি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও বহুমুখীকরণ

'রূপকল্প ২০২১'-এ শিল্পায়নের সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করা, জাতীয় উৎপাদনে শিল্প খাতের অবদান দ্বিগুণ করা, কৃষি ও শ্রমঘন শিল্পের উৎপাদনশীল বিকাশকে উৎসাহ দেয়া এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেশে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে বর্তমান সরকারের গৃহীত সকল পদক্ষেপ তুলে ধরে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার ব্যাপারে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। একই সাথে রপ্তানির বহুমুখীকরণ এবং বিদেশের বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একযোগে কাজ করে চলেছে। বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস করা এবং যুক্তরাষ্ট্র, ইইউভুক্ত দেশসমূহ এবং জাপানসহ অন্যান্য দেশ এবং নতুন বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ সচেষ্ট রয়েছে। বিশ্বমন্দার মধ্যেও বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের ক্রমবৃদ্ধি এবং নতুন নতুন বাজারে বাংলাদেশের পণ্য প্রবেশের মাধ্যমে এর প্রতিফলন হয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও অন্যান্য আঞ্চলিক বাণিজ্য ফোরামে বাংলাদেশের বাণিজ্য স্বার্থ সংরক্ষণের কাজটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যথাযথ গুরুত্বের সাথে পালন করছে।

২০০৭-০৮ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ছিল ১৪.১১ বিলিয়ন ডলার। সে সময় বাংলাদেশ স্বল্পদামি পণ্য রপ্তানি করতো এবং এ রপ্তানি মূলত তৈরি পোশাক খাতের উপরই নির্ভর ছিল। অন্যান্য রপ্তানি পণ্যের মধ্যে ছিল পাট ও পাটজাত পণ্য, চামড়াজাত পণ্য এবং হিমায়িত মৎস্য, যার পরিমাণ ছিল খুবই কম। এসব পণ্যের প্রধান বাজার ছিল মূলত উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের দেশসমূহ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এখন পর্যন্ত অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। সরকারের ব্যবসাবান্ধব নীতি ও বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে দেশের রপ্তানি-বাণিজ্যের বহুমুখী প্রসার হয়েছে যা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিগত ১৫ বছরে সরকার দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক ও উর্ধ্বমুখী প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসেই এই রপ্তানি আয় ৪১.৭৭ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে গত পনেরো বছরে রপ্তানি আয় প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, মহামারি ইত্যাদি সত্ত্বেও বাংলাদেশ রপ্তানিতে ঈর্ষণীয় সাফল্য ধরে রেখেছে। বাংলাদেশের পণ্য এখন ইউরোপ-আমেরিকার পাশাপাশি আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার বাজারও দখল করছে। সরকার বাজার বহুমুখীকরণের পাশাপাশি পণ্য বহুমখীকরণের উদ্যোগও গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ এখন দামী (হাই-এন্ড) পণ্যও তৈরি ও রপ্তানি করছে। তৈরি পোশাক খাত ছাড়াও বাংলাদেশ থেকে এখন ফার্মাসিউটিক্যাল, তথ্য প্রযুক্তি সেবা, সিরমিক, প্লাস্টিক পণ্য, জাহাজ শিল্প, কৃষিজাত পণ্যসহ নতুন নতুন পণ্য ও সেবা বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে।

টোকিওতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করেন জাপানের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ।

৯.৩. শ্রমবাজার সম্প্রসারণে সক্রিয় ভূমিকা পালন

রূপকল্প ২০২১-এ জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধিসহ কর্মসংস্থানের নানা উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় একযোগে জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান শ্রমবাজার সুসংহতকরণ ও নতুন বাজার সন্ধান এবং অভিবাসী শ্রমিকদের স্বার্থ ও অধিকার সুরক্ষায় জোরালো প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ইউরোপ এবং আফ্রিকার নতুন নতুন দেশে শ্রমশক্তির বাজার বিস্তৃত করার বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকা মহাদেশে নতুন শ্রম বাজার অনুসন্ধানের লক্ষ্যে Fact Finding Mission প্রেরণ করা হয়। জোরালো কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে রাশিয়া, রোমানিয়া, ফিজি, ক্রোয়েশিয়া, হাঙ্গেরি এবং বুলগেরিয়াতে শ্রমবাজার উন্মুক্ত হয়েছে। ২০২২ সালে রোমানিয়া সরকার বাংলাদেশিদের জন্য প্রায় ৩০ হাজার ভিসা ইস্যু করে। জোরালো কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে বতসোয়ানা ২০১০ সালে বাংলাদেশের ডাক্তারদের নিয়োগ দিয়েছে এবং পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে কৃষিশ্রমিক গমন করেছেন। এ সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরই প্রথম বাংলাদেশ থেকে ইতালি এবং সুইডেনে কৃষিক্ষেত্রে কাজ করার জন্য জনশক্তি রপ্তানি করা হয়েছে।

সরকারের কূটনৈতিক উদ্যোগের ফলে মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতারসহ মধ্যপ্রাচ্যের সকল দেশে জনশক্তি নিয়োগ প্রক্রিয়া সহজতর করা হয়েছে। তাছাড়া, জোরালো কূটনৈতিক প্রয়াসের ফলে সৌদি আরব বিদেশি শ্রমিকদের ৬ মাসের জন্য ইকামা পরিবর্তন এবং অবৈধ শ্রমিকদের বিনা জরিমানায় নিজ দেশে প্রত্যাবাসনের সুযোগ প্রদান করে যার ফলে প্রায় ৮ লক্ষ বাংলাদেশি উপকৃত হন। ২০০৬ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া কুয়েতের শ্রমবাজার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় ২০১৬ সালে পুনরায় উন্মুক্ত হয়। ২০১৮ সালে কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় সংযুক্ত আরব আমিরাত অবৈধ বাংলাদেশি শ্রমিকদের বৈধকরণে সুযোগ প্রদান করে যাতে প্রায় ৮০ (আশি) হাজার বাংলাদেশি সেদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়। বাহরাইনে অবৈধভাবে বসবাসরত বাংলাদেশি কর্মীদের বৈধকরণে জোর কূটনৈতিক তৎপরতায় গত এপ্রিল ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সাধারণ ক্ষমার আওতায় প্রায় ৩৫,০০০ অবৈধ বাংলাদেশি কর্মী বাহরাইনে বৈধ হওয়ার সুযোগ পায়। মধ্যপ্রাচ্যে শ্রমবাজার সম্প্রসারণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক নানামুখী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বিভিন্ন দেশে জনশক্তি রপ্তানি ব্যাপক পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৯.৪. আঞ্চলিক যোগাযোগ (Regional Connectivity) স্থাপনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সম্ভবনার নতুন দ্বার উন্মোচন

বর্তমান সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে সুনিবিড় সম্পর্ক তৈরি এবং আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার যথার্থ বাস্তবায়নের উপরে বিশেষ জোর দেয়া হচ্ছে। পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সাথে বহুমুখী ও বহুমাত্রিক যোগাযোগ সৃষ্টির জন্য দ্বিপাক্ষিক ও সার্ক সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখ্য, সড়ক ও নৌ যোগাযোগ, আঞ্চলিক পর্যায়ের ইন্টারগ্রিড কানেকটিভিটি, পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ মোকাবেলায় সমন্বিত প্রয়াস, শিক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা এবং জনগণের মধ্যে অধিকতর যোগাযোগ (People-to-People Contact)।

রূপকল্প ২০২১-এ সড়ক, রেল, নৌ, বিমান পরিবহণ ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করা, পদ্মা সেতু ও কর্ণফুলীতে ঝুলন্ত সেতু/টানেল নির্মাণ, বাংলাদেশকে এশীয় হাইওয়ে ও এশীয় রেলওয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করা, গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ ও তা এশীয় দেশগুলোর জন্য উন্মুক্ত করা প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। জোরালো কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় প্রায় সকল মেগা প্রজেক্টে উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট থেকে উল্লেখযোগ্য সহায়তা পাওয়া গিয়েছে। পদ্মা সেতু নির্মাণে চীন এবং মেট্রোরেল স্থাপনে জাপান সকল ধরণের সহায়তা প্রদান করেছে।

বাংলাদেশের সাথে ভারতের কানেক্টিভিটি বৃদ্ধির জন্য উভয় সরকার একযোগে কাজ করছে এবং ভারতের সাথে বাংলাদেশের রেল যোগাযোগ ১৯৬৫ সালের পূর্ব পর্যায়ে পুনরুজ্জীবিত করতে আগ্রহ প্রকাশ করছে। ঢাকা, কলকাতা, খুলনা, কলকাতা, এবং ঢাকা, জলপাইগুড়ি রুটে ট্রেনযোগে এবং ঢাকার সাথে কলকাতা, আগরতলা,

শিলং এবং গুয়াহাটির বাস যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। ক্রমান্বয়ে অন্যান্য রেলসংযোগসমূহ সচল করা হবে। ঢাকা-কাঠমুন্ডু বাস সার্ভিস চালুর মাধ্যমে আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। কুনমিং থেকে ঢাকা হয়ে কলকাতা পর্যন্ত যোগাযোগ চালুর জন্য BCIM প্রকল্প, বাংলাদেশ- ভারত- নেপালের মধ্যে BIN এবং BIMSTEC-ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে করিডোর স্থাপনের কাজ চলছে। আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলে আর্থ-সামাজিক খাতে উন্নয়নের পাশাপাশি জনগণের মধ্যে অধিকতর যোগাযোগে যা এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

১০.০

বিবিধ বৈশ্বিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে নেতৃত্ব

১০.১. জলবায়ু কূটনীতি

রূপকল্প ২০২১-তে আবহাওয়া পরিবর্তন ও বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি প্রশমন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, বায়ু ও শিল্প দূষণ প্রতিরোধ, বনভূমি ও জলাধার সংরক্ষণ, বর্জ্য-ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং নদী ভাঙ্গনরোধে নানাবিধ প্রস্তাবনা আছে। এ লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে সফল দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক কূটনৈতিক প্রয়াস চালিয়েছে। বাংলাদেশের জলবায়ু কূটনীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রাধিকার ছিল জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সর্বোচ্চ ক্ষতিগ্রস্থ ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের দৃশ্যমানতা নিশ্চিত করা। বাংলাদেশসহ অনুরূপ ঝুঁকিপূর্ণ রাষ্ট্রগুলোর ঝুঁকি প্রশমণ, অভিযোজন কার্যক্রমের জন্য তহবিল গঠনের গুরুত্ব আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্বীকৃত হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সর্বোচ্চ ঝুঁকির মধ্যে থাকা দেশগুলোর সংগঠন Climate Vulnerable Forum-এ বাংলাদেশ ২০১১-২০১৩ ও ২০২০-২০২২-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করে। বাংলাদেশের সভাপতিত্বের সময়েই CVF জলবায়ু কূটনীতিতে একটি শক্তিশালী পক্ষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। দুই দফা সভাপতিত্বকালীন সময়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের ফোকাল মিনিস্ট্রি হিসেবে কাজ করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত CVF Leaders Event ও CVF COP26 Leaders Dialogue-এ সদস্যভুক্ত দেশসমূহের রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান ও

মন্ত্রীগণ, জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির জলবায়ু বিষয়ক বিশেষ দূত জন কেরি, কপ-২৬ এর সভাপতি অলোক শর্মা, সিভিএফ-এর ভালনারেবিলিটি বিষয়ক থিমেটিক অ্যাম্বাসেডর সায়মা ওয়াজেদ অংশগ্রহণ করেন। সিভিএফ-এর ৫৮টি দেশের অর্থমন্ত্রীর সমন্বয়ে গঠিত জোট ভি-২০ এবং জি-৭-এর উদ্যোগ, Global Shield against Climate Risks-এর আওতায় প্রথম কিস্তি হিসেবে যেসব দেশ জলবায়ু তহবিল থেকে সহায়তা দেওয়া হবে সেগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জোরালো কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে Global Centre on Adaptation (GCA)-এর দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক কার্যালয় ঢাকায় স্থাপিত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে Conference of the Parties-এর ২৬তম অধিবেশনে (COP-26) ভাষণ দেন (১ নভেম্বর ২০২১)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্পেনের মাদ্রিদের Feria de Madrid হলে 'Action for Survival : Vulnerable Nations COP25 Leaders Summit' এ বক্তৃতা করেন (২ ডিসেম্বর ২০১৯)।

১০.২. পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা

রূপকল্প ২০২১ এ পানিসম্পদ সংরক্ষণ ও যথাযথ ব্যবহার, বাংলাদেশের প্রাপ্যতা ও হিস্যা নিশ্চিত করা, বিদ্যমান পানি সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভুটানসহ একটি সমন্বিত পানিনীতি প্রণয়ন এবং আঞ্চলিক পানি নিরাপত্তা গড়ে তোলার অঙ্গীকার করা হয়। এ লক্ষ্যে ভারতের সাথে তিস্তা ও অন্যান্য অভিন্ন নদীর পানি বন্টন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অবিরাম আলোচনা চলছে। ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের সাথে কুশিয়ারা নদীর পানি বন্টনে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। এর মাধ্যমে গৃহীত ১৫৩ কিউসেক পানি প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্তে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের চাষাবাদ ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে। অদূর ভবিষ্যতে তিস্তার পানি বন্টন নিয়ে দুই দেশের মধ্যে একটি অন্তবর্তী (interim) চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এছাড়া সুষ্ঠ পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে ভারত, নেপাল এবং ভুটানের সাথে একটি উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ দুর্যোগ লাঘবের প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে হাইড্রোলজিক্যাল উপাত্ত বিনিময় এবং ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যা নিয়ন্ত্রণে চীনা সহযোগিতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে কূটনৈতিক প্রয়াস চলছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে চীন কর্তৃক বন্যা মৌসুমে ইয়ালুজাংবু/ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের বিষয়ে ৪ জুলাই ২০১৯ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক এ ব্যাপারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ও বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

১০.৩. জ্বালানি নিরাপত্তা

দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক সফরের সময় জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ করার ব্যাপারে শিল্পোন্নত দেশগুলোর সাথে সফল আলোচনা করে। জ্বালানি নিরাপত্তা অর্জনে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের গুরুত্ব বিবেচনা করে জোরালো কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় রাশিয়া পারমানবিক জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ করেছে। রাশিয়ার কারিগরি সহায়তায় রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ অনেক দূর এগিয়েছে। জার্মানি ও নরওয়ের সাথে নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং ডেনমার্কের সাথে Green Growth-এর ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক অব্যাহত আছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরব, কাতার, ওমান ও কুয়েতের সাথে জ্বালানি সহযোগিতা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে কূটনৈতিক প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। জুন ২০২৩-এ কাতার হতে দীর্ঘমেয়াদি এলএনজি আমদানি সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক নবায়নের ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত হতে বাংলাদেশ প্রায় ১১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করছে। রামপাল মৈত্রী পাওয়ার পয়েন্ট প্রজেক্টের ইউনিট-১ বাংলাদেশ পাওয়ার গ্রিডে যুক্ত হয়েছে, ইউনিট-২ ২০২৩ সালে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। নেপাল এবং ভুটান থেকে ভারতের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ আমাদানি করার লক্ষ্যে কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ সম্প্রতি নেপাল থেকে ভারতের মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহ একমত হয়েছে।

বাংলাদেশ International Solar Alliance (ISA) এবং International Renewable Energy Agency (IRENA)-এর সদস্য হিসেবে কূটনৈতিকভাবে নবায়নযোগ্য শক্তি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। উলেখ্য, ৬০ লক্ষের বেশি সোলার হোম সিস্টেম (SHS) নিয়ে বাংলাদেশে বিশ্বের বৃহত্তম অফ-গ্রিড সোলার হোম সিস্টেম রয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ টেকসই ও নবায়নযোগ্য শক্তি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (SREDA) প্রতিষ্ঠা করেছে। প্যারিস চুক্তির অধীনে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ চাহিদার ৪০% নবায়নযোগ্য উৎস থেকে অর্জনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

১২-১৪ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ 'Zayed Sustainability Award and Abu Dhabi Sustainability Week'-এ যোগদান উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংযুক্ত আরব আমিরাতে সরকারি সফর।

নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদরদপ্তরে প্রথম আন্তর্জাতিক পানি সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল। পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক এসময় উপস্থিত ছিলেন। এ সম্মেলনে সহ-সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশকে নির্বাচিত করা হয়েছে (২২ মার্চ ২০২৩)।

১১.০

জনকূটনীতি কেন্দ্রিক কার্যক্রমের সম্প্রসারণ

বিগত দেড় দশকে পররাষ্ট্র নীতির কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করে দেশের অভ্যন্তরের ইতিবাচক বিষয়সমূহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরার মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার প্রয়াস নেয়া হয়। Public Diplomacy এর যথার্থ প্রয়োগ এবং দেশীয় স্বার্থ সংরক্ষণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মুখ্য সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে থাকে। আভ্যন্তরীন সেক্টরভিত্তিক অর্জিত সাফল্য সুসংহতকরণে এবং সরকারের উন্নয়ন প্রাধিকার রূপায়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্য সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত ও নিশ্চিত করতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সাথে একযোগে কাজ করে চলেছে।

আর্থ-সামাজিক খাতে বাংলাদেশের অর্জনসমূহকে বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরার নিমিত্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাঁর জনকূটনীতি কেন্দ্রিক কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করেছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং মানবতাবাদী বিশ্বনেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর অবদান তুলে ধরতে এবং দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সক্ষমতা তুলে ধরতে ৮১ টি মিশনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্নারে প্রচারের লক্ষ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর উপর অনেকগুলো বই প্রকাশ করে। তাছাড়া, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের অগ্রগতি প্রচারমূলক তথ্যচিত্র/ প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ ও বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করে তা ঢাকাস্থ মিশনসমূহে এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে বিতরণের ব্যবস্থা করে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশের মিশনসমূহের সারা মাসের কার্যক্রম নিয়ে মাসিক প্রকাশনা Foreign Office Briefing Notes নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক কূটনীতির সম্পূরক প্রচেষ্টা হিসেবে বাণিজ্য ও

বিনিয়োগের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্যগাঁথা তুলে ধরে একে এগিয়ে নিয়ে যাবার অংশ হিসেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষ প্রকাশনা বাংলাদেশ রাইজিং প্রকাশিত হচ্ছে। বাংলাদেশ রাইজিং-এর এই পর্যন্ত ৯টি ইস্যু প্রকাশিত হয়েছে।

এ সরকারের আমলেই প্রথম বারের মতো গণমাধ্যমের জন্য নিয়মিত ব্রিফিং আয়োজন করার উদ্যোগ নেয়া হয় যার মাধ্যমে একদিকে যেমন সঠিক তথ্য তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছে অন্যদিকে অন্যদিকে দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমের সাথেও মন্ত্রণালয় তথা সরকারের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে বেশির ভাগ নাগরিকেরই কোন ধারণা নেই। অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের মেয়াদেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহিঃপ্রচার অনুবিভাগ সংস্কার করে বহিঃপ্রচার অনুবিভাগের নাম পরিবর্তন করে জনকূটনীতি অনুবিভাগে রূপান্তর করা হয়। কূটনৈতিক বিষয়গুলোকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে যাবার অংশ হিসেবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক ও টুইটার ভেরিফাইড পেইজের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় ও মিশনসমূহের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ও অর্জন তাৎক্ষণিকভাবে প্রচার করছে। বিদেশি কূটনীতিকরাও মন্ত্রণালয়ের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে নিয়মিত অনুসরণ এবং তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহার করছেন। জনসাধারণ এসব পেইজের পোস্টের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি সম্পর্কে জানতে পারছে এবং এর ফলে মন্ত্রণালয়ের জনসম্পৃক্ততা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি 'বঙ্গবন্ধু কূটনৈতিক উৎকর্ষ পদক ২০২২' প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে এসময় ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আসন্ন জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সফর বিষয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম এ সময় উপস্থিত ছিলেন (২৪ এপ্রিল ২০২৩)।

১২.০

মানবিক কূটনীতির প্রসার

স্বাধীনতার পর প্রায় দুই দশকেরও বেশি সময় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছিল বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর। সেখান থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আর্থ-সামাজিক খাতে অবিশ্বাস্য অগ্রগতি অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সারা বিশ্বে আজ উন্নয়নের রোল মডেল। এক সময়ের সাহায্যনির্ভর বাংলাদেশ এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রাকৃতিকসহ নানাবিধ দুর্যোগে মানবিক বিভিন্ন ধরনের সাহায্য নিয়ে এগিয়ে যায়। বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে থেকে প্রতিবেশী সকল দেশে (ভারত, নেপাল, ভুটান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ) মানবিক সহায়তা প্রদান করেছে।

২০২১ সালে করোনা মহামারি চলাকালে বাংলাদেশ ভারতকে রেমডিসিভির, ফেভিপারাভির, ইভারমেক্টিন, জিঙ্ক, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন সি ট্যাবলেট ও পিপিই মানবিক সহায়তা হিসেবে প্রদান করে। ২০১৫ সালের এপ্রিলে নেপালে প্রলয়ংকারী ভূমিকম্পের সাথে সাথে বাংলাদেশ খাদ্য-ঔষধ সহায়তা প্রদান ছাড়াও তাৎক্ষণিকভাবে (ভূমিকম্পের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে) ৩০ সদস্যবিশিষ্ট একটি মেডিক্যাল টিম প্রেরণ করে। কোভিড মহামারির সময়ও বাংলাদেশ নেপাল, ভুটান, আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপে ঔষধ প্রেরণ করে পাশে দাঁড়ায়। COVID টিকাদান কর্মসূচিতে সহায়তা করার নিমিত্ত বাংলাদেশি চিকিৎসক দল মালদ্বীপ গমন করে অবস্থিত প্রবাসী কর্মীদের মধ্যে টিকা প্রদান কর্মসূচি পরিচালনা করেন। সিরিয়া, প্যালেস্টাইনে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মানবিক সাহায্য পাঠানো হয়েছে।

যুদ্ধবিদ্ধস্থ গাজার দুস্থ ফিলিস্তিনি নাগরিকদের মানবিক সহায়তা হিসেবে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রদত্ত বৃত্তির অতিরিক্ত হিসেবে ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা শিক্ষায় ১০(দশ)টি বৃত্তি এবং অন্যান্য খাতে ১০টি বৃত্তি প্রদান শুরু হয়।

বাংলাদেশ জাতিসংঘের Central Emergency Response Fund (CERF)-এ ঐচ্ছিক চাঁদা এবং United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) শীর্ষক একটি সংস্থায় ঐচ্ছিক চাঁদা প্রদান করে থাকে, যা জর্ডান, লেবানন, সিরিয়া, পূর্ব জেরুজালেমসহ গাজা ও পশ্চিম তীরে অবস্থানরত ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু জনগণের জন্য ত্রাণ ও মানব উন্নয়নে ব্যবহৃত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে হোটেল সিপিয়ানি লি স্পেসিয়ালিতায় জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (ইউনেপ)-এর নির্বাহী পরিচালক Achim Steiner-এর কাছ থেকে 'চ্যাম্পিয়নস অভ্ দ্য আর্থ' সম্মাননা পুরস্কার গ্রহণ করেন।

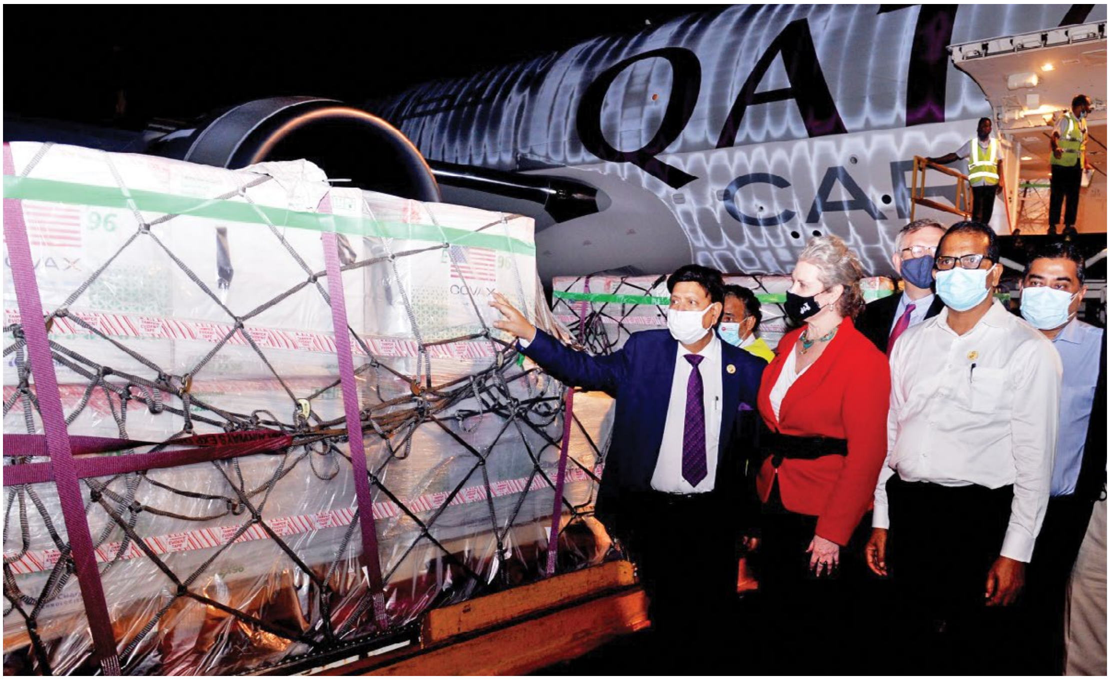

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপির কাছে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স Jo Anne Wagner সেদেশের উপহার ৩০ লাখ ডোজ মডার্নার টিকা হস্তান্তর করেন (১৯ জুলাই ২০২১)।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জাপানের ২ লাখ ৪৫ হাজার অ্যাস্ট্রাজেনেকার কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন গ্রহণ শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। এ সময় বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ITO Naoki উপস্থিত ছিলেন (২৪ জুলাই ২০২১)।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি বাংলাদেশকে করোনা চিকিৎসায় সহযোগিতা করার জন্য চীনের ১০ সদস্যের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল ঢাকায় পৌঁছলে তাঁদেরকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্বাগত জানান (৮ জুন ২০২০)।

১৩.০

প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য সেবার মান উন্নত, সম্প্রসারণ ও বহুমুখীকরণ–দোড়গোড়ায় সেবা এবং ডিজিটাল সেবা

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ২০০৯ সাল থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রবাসী বাংলাদেশিদের সেবার মান উন্নত, সম্প্রসারণ ও বহুমুখীকরণে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০০৯ সাল থেকে মন্ত্রণালয় নিরবিচ্ছিন্নভাবে সিটিজেন চার্টারে উলেখিত ৩৮টি কনস্যুলার সেবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করে আসছে। বিগত ২০২২ সালে শুধুমাত্র মন্ত্রণালয়েই প্রায় বিশ লক্ষ কনস্যুলার সেবা প্রদান করা হয়েছে। সেবাগ্রহীতাদের সহজে ও স্বল্প সময়ে সেবা প্রদানের জন্য সম্প্রতি ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করা হয়েছে এবং কিউ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমসহ আধুনিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কনস্যুলার লাউঞ্জ স্থাপন করা হয়েছে। ICAO-এর বেঁধে দেয়া সময়সীমার মধ্যে ২০১৫ সালের নভেম্বরেই সকল প্রবাসী বাংলাদেশিদের মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে ২২টি মিশনে ই-পাসপোর্ট সেবা চালু করা হয়েছে। অন্যান্য সকল মিশনে ই-পাসপোর্ট সেবা চালুর বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সুরক্ষা সেবা বিভাগকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করছে। বর্তমানে মন্ত্রণালয় ও মিশনসমূহ কর্তৃক কনস্যুলার সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাইগভ (MyGov) টিমের সহায়তায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ৩৪টি কনস্যুলার পরিষেবা এবং ২৮টি অভ্যন্তরীণ পরিষেবা আনতে সক্ষম হয়েছে।

লিবিয়া ও সুদানে আটকেপড়া বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশিকে দেশে প্রত্যাবাসন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০১৮ সাল হতে এ পর্যন্ত লিবিয়া থেকে ৩,৪১৪ জন এবং ২০২৩ সালে সুদানে আটকেপড়া ৯০০ জন প্রবাসী বাংলাদেশিকে দেশে ফেরত আনা হয়েছে। মন্ত্রণালয় বর্তমানে নিজস্ব তহবিল হতে প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী বাংলাদেশিদের লাশ দেশে ফেরত আনার ক্ষেত্রে

আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করছে। এছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বিপদগ্রস্ত প্রবাসী বাংলাদেশিদের মন্ত্রণালয় নিজ খরচে দেশে প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করেছে। বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ হতে দূরবর্তী স্থানে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের সহজে কনস্যুলার সেবা প্রদানের জন্য মিশনসমূহ কর্তৃক নিয়মিত কনস্যুলার ক্যাম্প পরিচালনা করা হচ্ছে। মানবপাচার প্রতিরোধে জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জেলা পর্যায়ে নাগরিক সমাবেশের আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়াও মানবপাচার প্রতিরোধে বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সহযোগিতা প্রদান করছে। মানবপাচার সংক্রান্ত জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সভা এবং বালি প্রসেস, UNODC, IOM-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ নিয়মিত অংশগ্রহণ ও সমন্বয় সাধনের কাজ করেন।

মাইগভ ওয়েবসাইটে কনস্যুলার সেবা

১৪.০

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রস্তুতি

১৯৭৫ সালে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকাভুক্তির ৪৩ বছর পর বাংলাদেশ ২০১৮ সালের মার্চ মাসে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের সকল শর্ত পূরণ করে জাতিসংঘের স্বীকৃতি লাভ করে। উত্তরণের শর্ত হিসেবে ৬ বছর জাতিসংঘের পর্যবেক্ষণে থাকার পর ২০২৪ সালে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের কথা থাকলেও কোভিড অতিমারির কারণে জাতিসংঘ ২০২৬ সালকে বাংলাদেশের জন্য উত্তরণের বছর হিসেবে নির্ধারণ করে। উত্তরণের সাথে সাথে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে প্রাপ্য সুযোগ সুবিধাসমূহ না পাওয়ার একটি চ্যালেঞ্জ থাকে। উক্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার নিমিত্ত স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে প্রাপ্ত কিছু সুবিধা উত্তরণের পরও ধরে রাখার জন্য জোরালো কূটনৈতিক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের পরও ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশি রপ্তানিপণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশ নিশ্চিত রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন কূটনৈতিক উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। গৃহীত যথাযথ কূটনৈতিক পদক্ষেপের ফলে প্রাথমিকভাবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও যুক্তরাজ্য ২০২৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশকে বিশেষ এই সুবিধা প্রদান করবে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে স্বল্পোন্নত দেশসমূহ এবং স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের পথে থাকা দেশসমূহের স্বার্থ সংরক্ষণে বাংলাদেশ নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকা পালন করে। গত ৫-৮ মার্চ ২০২৩ তারিখে কাতারের দোহায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশসমূহ সংক্রান্ত পঞ্চম সম্মেলনের (LDC 5) দ্বিতীয় পর্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের সাথে একযোগে এলডিসি থেকে মসৃণ ও টেকসই উত্তরণের জন্য উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে দাবি ও প্রত্যাশাগুলোকে পুনর্ব্যক্ত করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাতারের দোহায় ন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত 'Sustainable and Smooth Transition for the Graduating Cohort of 2021' অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন (৫ মার্চ ২০২৩)।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের স্বীকৃতি প্রদান আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন (জানুয়ারি ২০২২)।

১৫.০

আর্থ-সামাজিক খাতসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্যের বৈশ্বিক স্বীকৃতি

আর্থ-সামাজিক খাতে নজিরবিহীন উন্নয়নের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাসসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করে বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। এরই স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনেক আন্তর্জাতিক সম্মাননা অর্জন করেছেন।

দারিদ্র্য দূরীকরণ, বিশ্বের সুরক্ষা এবং সবার জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জনে ২০১৫ সাল থেকে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি অর্জন করায় ২০২১ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে 'এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কার' পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশে টিকাদান কর্মসূচির সাফল্যের জন্য গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে 'ভ্যাকসিন হিরো' সম্মাননায় ভূষিত করে গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাক্সিনস অ্যান্ড ইমিউনাইজেশন (জিএভিআই)।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ২০১৫ সালে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ সম্মাননা 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ', ২০১৫ সালে ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) কর্তৃক 'আইসিটিজ ইন সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড', ২০১৪ সালে দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা সম্পর্কিত 'ভিশনারি অ্যাওয়ার্ড' এবং ইউনেস্কোর 'শান্তি বৃক্ষ' পুরস্কার, দারিদ্র্য বিমোচনে অসামান্য সাফল্যের জন্য ২০১৩ সালে 'অ্যাচিভমেন্ট ইন

ফাইটিং পোভার্টি', খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের কারণে ২০১৩ সালে বিশ্ব খাদ্য ও কৃষিসংস্থার 'এফএও ডিপ্লোমা অ্যাওয়ার্ড', স্বাস্থ্যখাতে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা প্রদানের জন্য 'সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড ২০১১', ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পদক, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের গ্লোবাল ডাইভার্সিটি অ্যাওয়ার্ড ২০১১, কালচারাল ডাইভারসিটি মেডাল ২০১২, গ্লোবাল উইমেনস লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড ২০১৮, অ্যাওয়ার্ড ফর হিউম্যানিটারিয়ান লিডারশিপ ফ্রম গ্লোবাল হোপ কোয়ালিশন ২০১৮, ২০১৮ সালে ইন্টার প্রেস সার্ভিস থেকে পাওয়া আইপিএস ইন্টারন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড এবং ২০১০ সালে 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০১০' পুরস্কারে ভূষিত হন। ২০২২ সালে জাতিসংঘ মহাসচিবের আমন্ত্রণে তাঁর উদ্যোগে গঠিত Global Crisis Response Group-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অন্যতম চ্যাম্পিয়ন হিসেবে যোগ দিয়েছেন। এ সকল পুরস্কার ও সম্মাননাপ্রাপ্তি মূলত বাংলাদেশ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের প্রতি বিশ্ববাসীর আস্থা এবং বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতারই বহিঃপ্রকাশ।

শান্তি, মানবাধিকার ও সমতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে বাংলাদেশের বহুমাত্রিক অর্জনের প্রধান অনুপ্রেরণা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ সদরদপ্তরে সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশনের সময় একটি বেঞ্চ স্থাপন এবং একটি শতবর্ষী বৃক্ষ রোপন করেন। জাতিসংঘের সদর দপ্তর চত্বরে কোন রাজনৈতিক নেতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের এটিই ছিল প্রথম উদ্যোগ। ২০২১ সালে ইউনেস্কো নির্বাহী পরিষদের ২১০তম অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে "ইউনেস্কো-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ ইন দি ফিল্ড অফ ক্রিয়েটিভ ইকোনমি" শীর্ষক পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়াও, ২০১৭ সালে ইউনেস্কো ০৭ ই মার্চ ১৯৭১-এ প্রদত্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণটিকে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রামান্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান তা ইউনেস্কোর 'মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে' অন্তর্ভুক্ত করে।

'ভ্যাকসিন হিরো' পুরস্কার গ্রহণ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কার অর্জন।

১৬.০

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী জাতীয়ভাবে উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি দেশের অভ্যন্তরে সফলভাবে পালন এবং বাংলাদেশের বিদেশস্থ সকল মিশনসমূহের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে এই উদ্‌যাপন ছড়িয়ে দেওয়ার নিমিত্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন সেল' গঠন করে। 'মুজিববর্ষের কূটনীতি : প্রগতি ও সম্প্রীতি' এই ধারণাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে মার্চ ২০২০ হতে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত উক্ত সেলটি দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা এবং সর্বোপরি জাতির পিতার 'শান্তির কূটনীতির' দর্শন ও বার্তা দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে উল্লিখিত সময়কালের মধ্যে ৫টি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ৬ জন রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকার প্রধান (মালদ্বীপ, নেপালের ও ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং ভারত, ভুটান ও শ্রীলঙ্কার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী) বাংলাদেশ সফর করেন এবং বর্ণিত উদ্‌যাপনসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কর্মসূচিতে করোনা মহামারির প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সশরীরে অংশগ্রহণ করেছেন।

UNESCO-এর নির্বাহী পর্ষদে ১১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে "UNESCO-Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman International Prize in the Field of the Creative Economy" শীর্ষক পুরস্কার প্রবর্তনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, এই পুরস্কার বাংলাদেশ কর্তৃক প্রবর্তিত প্রথম আন্তর্জাতিক পুরস্কার। ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় শেখ রেহানার উপস্থিতিতে UNESCO সদর দপ্তরে বিজয়ীর হাতে ১ম Creative Economy পুরস্কার হস্তান্তর করা হয়। দ্বিতীয় Creative Economy পুরস্কার মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ০৬ জুন ২০২৩ এ UNESCO সদর দপ্তরে বিজয়ীর হাতে তুলে দেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান, স্পিকার, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, খ্যাতিমান রাজনৈতিক দলের প্রধান এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থারপ্রধানগণ ২৪০টির বেশি লিখিত এবং ভিডিও বার্তা প্রেরণ করেছেন যা পরবর্তীতে "World Leaders on Bangabandhu and Bangladesh" নামে একটি সংকলন হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে।

এছাড়াও, এ সময়ে 'বঙ্গবন্ধু লেকচার সিরিজ'-এর আওতায় একাধিক বক্তৃতা আয়োজন করা হয়েছে যেখানে খ্যাতিমান দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বক্তাগণ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ নিয়ে বক্তৃতা করেছেন। উক্ত লেকচার সিরিজের আওতায় ইতমধ্যে ১০টি বক্তৃতা আয়োজন করা হয়েছে যেখানে অন্যদের সাথে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন, জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব মান্যবর বান কি মুন, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি (২০২০) মান্যবর ভলকান বজকির বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বক্তৃতা প্রদান করেছেন।

বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' জাতিসংঘের ৬টি ভাষাসহ মোট ১৫টি বিদেশি ভাষায় এবং 'কারাগারের রোজনামচা' ২টি বিদেশি ভাষায় ইতোমধ্যে অনুবাদ করা হয়েছে এবং অন্যান্য আরও বিদেশি ভাষায় অনুবাদকরণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এসময়ে পোল্যান্ড, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, কানাডা, থাইল্যান্ড এবং ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু চেয়ার/ফেলোশিপ চালু করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন বন্ধুপ্রতিম ৬টি রাষ্ট্র ও সংস্থা (নাইজেরিয়া, ভুটান, কানাডা, ফ্রান্স, ভারত এবং জাতিসংঘ) স্মারক ডাকটিকেট প্রকাশ করে। মরিশাস, তুরস্কসহ বিশ্বের কিছু দেশের সড়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে নামকরণ করা হয়েছে। তুরস্ক, ভুটানসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশের মিশনসমূহের চ্যান্সারি প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি/আবক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও বিদেশস্থ বাংলাদেশের সকল মিশনসমূহে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।

২৬ মার্চ ২০২১ তারিখে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঢাকায় বঙ্গবন্ধু-বাপু ডিজিটাল জাদুঘরের প্রদর্শনী আয়োজনের যৌথ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় বাংলাদেশ এবং ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, বিশেষত ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনের সাথে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করে। ইতোমধ্যে কয়েকটি বিভাগীয় শহরে 'বঙ্গবন্ধু-বাপু ডিজিটাল জাদুঘর'-এর প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবতার কল্যাণে বঙ্গবন্ধুর নিবেদিত ভূমিকা এবং বিশ্ব সভায় শান্তিকামী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার লক্ষ্যে ৪-৫ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে ঢাকায় দুই দিনব্যাপী 'বিশ্ব শান্তি সম্মেলন-২০২১' আয়োজন করা হয়েছে। করোনা মহামারির প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও প্রায় ৫০টি দেশের ১০০ জনের মতো বিদেশি অতিথিবৃন্দ, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার মহান ব্রতে নিয়োজিত বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীগণের সশরীর ও ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে ও অংশগ্রহণে একাধিক প্যানেল আলোচনা আয়োজন করা হয়েছে। দুই দিনব্যাপী আলোচনায় বঙ্গবন্ধুর কর্ম ও জীবনাদর্শের উপর আলোকপাতপূর্বক 'বিশ্ব শান্তি ও মানবতার অগ্রদূত' হিসেবে তাঁর মহতী উদ্যোগসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুই দিনব্যাপী সম্মেলনটির সমাপ্তি ঘোষণা করেন এবং 'ঢাকা শান্তি ঘোষণা-২০২১' শীর্ষক একটি ঘোষণা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছেন।

জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত মহাবিজয়ের মহানায়ক অনুষ্ঠানে ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি রাম নাথ কোবিন্দকে বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা 'মুজিব চিরন্তন' শ্রদ্ধা স্মারক প্রদান করেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসময় উপস্থিত ছিলেন (১৬ ডিসেম্বর ২০২১)।

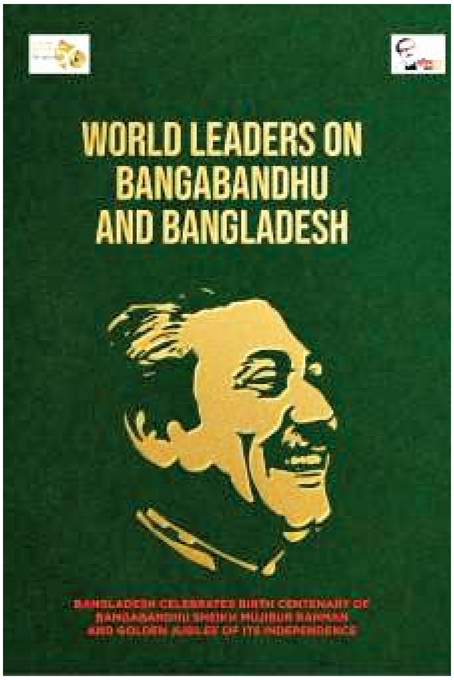

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে 'WORLD LEADERS ON BANGABANDHU AND BANGLADESH' শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী এসময় উপস্থিত ছিলেন (২৯ অক্টোবর ২০২১)।

‘ইউনেস্কো-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ ইন দি ফিল্ড অফ ক্রিয়েটিভ ইকোনমি’ শীর্ষক পুরস্কার প্রদান।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতীয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে দশ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার সমাপনী দিনে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বঙ্গবন্ধু ও বাপু ডিজিটাল এক্সিবিশনের উদ্বোধন করেন।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ঢাকায় বঙ্গভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে 'বিশ্ব শান্তি সম্মেলন ২০২১'-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন (৪ ডিসেম্বর ২০২১)।

১৭.০

ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ : একটি মানবতাবাদী, সক্ষম, ধর্মনিরপেক্ষ এবং প্রতিশ্রুতিশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে তুলে ধরা

২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম বারের মত বর্তমান সরকার দেশের জন্য কয়েকটি ভিশন তুলে ধরে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে সরকার বাংলাদেশকে ইতোমধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণতকরে রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন করেছে। বর্তমানে রূপকল্প-২০৪১ অর্জনের জন্য বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ও একটি উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসবে দেশের সব মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান এবং জনগণের দোরগোড়ায় ডিজিটাল সেবা পৌঁছানো, নারীর ক্ষমতায়ন, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানো, পরিবেশ সুরক্ষা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ হাতে নেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বহির্বিশ্বে এসব উদ্যোগসমূহের প্রচারের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্র্যান্ডিং এর কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে, দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে সভা, সেমিনার এবং রোড শোয়ের মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন সেবা কিভাবে মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে যাচ্ছে তা প্রচার করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এসব পদক্ষেপের অনুসরণে এখন বিভিন্ন অনুন্নত দেশ একইভাবে এসব কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্মার্ট কূটনীতি গ্রহণ করেছে। এরই অংশ হিসেবে 'ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ'-এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। স্মার্ট বাংলাদেশ-এর চারটি স্তম্ভ (স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার এবং স্মার্ট সমাজ)-কে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার জন্য এবং প্রচার ও প্রসারের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তার কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি করেছে। সরকারের এ ভিশন সম্পর্কে বন্ধুরাষ্ট্র ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা হচ্ছে এবং সভা, সেমিনারে একটি স্মার্ট দেশ গঠনের জন্য অন্যান্য বিদেশি সহযোগীদের সাথে একসাথে কাজ করার ক্ষেত্রে তৈরি করা হচ্ছে। এ উদ্যোগকে প্রচারের জন্য বিভিন্ন রকম কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সরকার বহির্বিশ্বের বিভিন্ন বন্ধুদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান এবং দক্ষতা কাজে লাগানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া, স্মার্ট বাংলাদেশ ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম তথা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেরও (ফেসবুক, টুইটার, ইন্সটাগ্রাম, লিংকডইন এবং ইউটিউব) সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে। দেশের উন্নয়ন সহযোগী বিভিন্ন দেশ ও প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রাপ্তি এবং সম্ভাবনার অন্যান্য ক্ষেত্র সন্ধান ও ব্যবহারের জন্য সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের সফলতার গল্পসমূহ বিদেশি বিভিন্ন পত্রিকা, টিভি চ্যানেল, অনলাইন মিডিয়ায় তুলে ধরার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ একযোগে কাজ করছে।

উল্লেখ্য, ২০০৯ সালের আগে 'ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ'-এর উপর কখনোই বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়নি। এ ধরনের ধারণা ও অভূতপূর্ব পদক্ষেপ গ্রহণ একদিকে যেমন সরকারের দূরদৃষ্টির প্রমানক, অন্যদিকে তা বিশ্বের দরবারের বাংলাদেশের ব্র্যান্ড ও ইমেজ গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। ফলে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ শব্দটি উচ্চারিত হলে একটি উন্নয়নের রোল মডেলের প্রতিচ্ছবি সবার হৃদয়ে ভেসে ওঠে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে 'Bangabandhu Corners Around the World' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন

পররররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে 'স্মার্ট কন্স্যুলার সেন্টারের উদ্বোধন।

সুগন্ধায় স্থাপিত বঙ্গবন্ধু রিসার্চ সেন্টার ফর পলিসি এন্ড ডিপলোম্যাসি।

১৮.০

ফরেন সার্ভিস একাডেমির উদ্যোগ এবং সাফল্য

ফরেন সার্ভিস একাডেমিকে একটি আন্তর্জাতিক মানের কূটনৈতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত এক সময়ের রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন সুগন্ধায় মাল্টি পারপাস হলসহ একটি আন্তর্জাতিক মানের একাডেমি ভবন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, একাডেমির কারিকুলামকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিস একাডেমি Professional Master's in International Relations and Diplomacy (PMIRD) প্রশিক্ষণার্থী কূটনীতিকদের সফলভাবে একাডেমি থেকে পাশ করার পর গবেষণাপত্র জমা দেবার শর্তে মাষ্টার্স ডিগ্রি প্রদানের কার্যক্রম শুরু করেছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম বারের মত বর্তমান সরকারের আমলে ফরেন সার্ভিস একাডেমির দীর্ঘ মেয়াদি কোর্সে বাংলাদেশসহ আরও পাঁচটি দেশের প্রশিক্ষাণার্থী কূটনীতিকবৃন্দ অংশগ্রহণ করছেন। বর্তমান সরকারের ভিশন ও একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে আগামী বছর থেকে চীন, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ভারতসহ আরও অনেক দেশ থেকে বিদেশি প্রশিক্ষাণার্থীরা আসবেন বলে আশা করা হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে ফরেন সার্ভিস একাডেমি উন্নত দেশের একাডেমিগুলোর আদলে স্বল্প মেয়াদী কোর্স আয়োজন করবে।

ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে জেনোসাইড কর্নার স্থাপন

ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে স্থাপিত জেনোসাইড কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে একদল শিক্ষার্থীদের একাডেমির সম্মানিত রেক্টরের সাথে ফটোসেশন।

১৯.০

মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

বিস্তৃত আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক পরিসরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও মিশনসমূহের এই বহুমাত্রিক কর্মযজ্ঞ পরিচালনায় প্রয়োজন সুশিক্ষিত এবং প্রশিক্ষিত কর্মীবাহিনী। কিন্তু পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জন্মলগ্ন থেকেই প্রয়োজনের চেয়ে অপ্রতুল জনবল নিয়ে কাজ করে আসছে। চাহিদা মোতাবেক ও সময়োচিত কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিয়োগ না হওয়ার ফলে জনবলের অপ্রতুলতা অনেক সময়েই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আশানুরূপ কর্মকাণ্ড পরিচালনাকে ব্যাহত করেছে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দের কাজ করার ক্ষেত্রে আরেকটি অন্তরায় ছিল অপ্রতুল অর্থ বরাদ্দ ও সুযোগ-সুবিধা। এর ফলে মন্ত্রণালয়ের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অতীতে অনেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ফলত প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যক্রম, বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণে প্রতিযোগিতামূলক কূটনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

২০০৯ সালে বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই স্বাধীনতার পর প্রথমবারের মতো মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিত উদ্যোগ নেয়। ২০১০ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ১৯টি নতুন কূটনৈতিক মিশন স্থাপন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনবল কাঠামো ৪৬০ এ উন্নীত করা, শিক্ষা ভাতা যৌক্তিক পর্যায়ে উন্নীত করা এবং বেতন ভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদন করেন। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর এ পর্যন্ত ২৩ নতুন মিশন (এথেন্স, বাগদাদ- পুনঃস্থাপন, মেক্সিকো সিটি, লিসবন, ব্রাসিলিয়া- পুনঃস্থাপন, বৈরুত, ভিয়েনা, ওয়ারশো, কোপেনহেগেন, আদ্দিস আবাবা, আলজিয়ার্স, আবুজা, বুখারেস্ট, খার্তুম, পোর্ট লুইস, মুম্বাই, চেন্নাই, গুয়াহাটি, মিলান, কুনমিং, টরেন্টো, সিডনি এবং মায়ামি) স্থাপিত/পুনঃস্থাপিত হয়েছে। ফরেন সার্ভিস একাডেমি এবং মেরিটাইম এফেয়ার্স ইউনিটের স্থায়ী জনবল কাঠামো সৃজন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জোরালো প্রচেষ্টায় ২০১৪ সালে ২৩টি এবং ২০১৮ সালে ৬০টি ক্যাডার পদ সৃজিত হয়। সব মিলে ক্যাডারের পদ সংখ্যা ২৫৮ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৪১৬-তে দাঁড়িয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২০২১ সালে দীর্ঘ প্রতিক্ষিত ইন্সপেক্টর জেনারেল অব মিশনস (Inspector General of Missions/ IGM) এর কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিষ্ঠার পরপরই এ কার্যালয় তার কর্মপরিধি এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি চূড়ান্ত করে। এ কার্যালয় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের মিশনসমূহের কর্মকান্ডের উপর ২টি প্রতিবেদন প্রকাশ করে এবং ৪টি মিশনের সাথে তাদের সম্পাদিত কাজের উপর শুনানি সম্পন্ন করে। আগামী বছর থেকে ইন্সপেক্টর জেনারেল অব মিশনস প্রতি বছর ১২টি করে মিশনের কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণ করবেন।

গত ৭ জুলাই ২০২২ মন্ত্রণালয়ের নবনির্মিত ৮ তলা প্রশাসনিক ভবনের উদ্বোধন করা হয়। ২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় আসার পর তিনি বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের জন্য জমি ক্রয় করে নিজস্ব ভবন নির্মাণ করার নির্দেশ দেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বর্তমান সরকারের সময়কালে (২০০৯ থেকে অদ্যাবধি) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসসমূহের নিজস্ব মালিকানাধীন ভবন নির্মাণ প্রকল্পের মধ্যে ১৯টি প্রকল্প সম্পন্ন করেছে। ২০০৯ হতে অদ্যাবধি বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের জন্য জমি ক্রয় করে নিজস্ব ভবন নির্মাণ/ভবন ক্রয় সংক্রান্ত বাস্তবায়িত ও চলমান প্রকল্পসমূহের তালিকা নিচের টেবিলে দেখা যেতে পারে :

১. দেশের বাইরে ভবন নির্মাণ এবং ক্রয়	২. দেশের অভ্যন্তরে নির্মিত ভবন (২টি)	৩. চ্যান্সারি কমপ্লেক্স (২টি)	৪. চ্যান্সারি (৯টি)
বাসভবন: (৬ টি) নিউ ইয়র্ক স্থায়ী মিশন (২০১২), কোপেনহেগেন (২০১৮), লস এঞ্জেলেস (২০১৯), লিসবন (২০২০), দ্য হেগ (২০২০), ওয়াশিংটন ডিসি (পুনঃনির্মাণ, ২০২০)	ফরেন সার্ভিস একাডেমি ভবন, মন্ত্রণালয় চত্বরে ৮ তলা অফিস ভবন	চ্যান্সারি কমপ্লেক্স (২টি) টোকিও (২০১৬), আঙ্কারা (২০২০)	নিউ ইয়র্ক স্থায়ী মিশন (২০১১), কোপেনহেগেন (২০১৭), রোম (২০১৮), রিয়াদ (২০১৮), লস এঞ্জেলেস (২০১৯), লন্ডন এক্সটেনশন ফ্ল্যাট (২০১৯), লিসবন (২০২০), ভিয়েনা (২০২০), দ্য হেগ (২০২০)

এছাড়া ২০০৯-২০২৩ সাল পর্যন্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক জমি ক্রয় ও যে সকল প্রকল্প চলমান আছে তা নিম্মে উপস্থাপন করা হলঃ

জমি ক্রয় (৫টি)	প্রকল্প শাখা কর্তৃক চলমান প্রকল্পসমূহ
মালিকানাধীন জমি (৫টি) নেপিদো (২০১০), ক্যানবেরা (২০১১), দোহা (২০১৫), আবু ধাবি (২০১৯), কায়রো (২০২০)	**চলমান প্রকল্প (১০টি)** ব্রুনাই, থিম্পু কমপেক্স, রিয়াদ বাসভবন, জেদ্দা কমপ্লেক্স, বার্লিন কমপ্লেক্স, ইসলামাবাদ কমপ্লেক্স, ক্যানবেরা কমপ্লেক্স, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চত্বরে ২০তলা অফিস ভবন, গুলশানে বিমসটেক সচিবালয়, কায়রো কমপ্লেক্স ও বাসভবন

এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৭৩-২০০৮ সময়কালের মধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৩টি চ্যান্সারি কমপ্লেক্স নির্মাণ/ক্রয় (কলকাতা-১৯৭৩, বেইজিং-১৯৭৮, নয়াদিল্লী-১৯৯৮), ৪ টি চ্যান্সারি ভবন ক্রয়/নির্মাণ (লন্ডন-১৯৭৩, ব্রাসেলস-১৯৮৭, প্রিটোরিয়া-১৯৯৫, ওয়াশিংটন ডিসি-১৯৯৯) এবং ৪টি রাষ্ট্রদূত বাসভবন ক্রয়/নির্মাণসহ (ওয়াশিংটন -১৯৭৩, লন্ডন-১৯৭৬, অটোয়া-১৯৯০, প্রিটোরিয়া-১৯৯৫) মোট ১১টি প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছিল। উক্ত সময়ে কাঠমুন্ডু (২০০৭) এবং পুত্রজায়া (২০০৭) তে ২টি জমি/প্লট ক্রয় সম্পন্ন হয়েছিল।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার সাথে তাল মিলিয়ে মিশনসমূহের কনস্যুলার সেবাসমূহ ডিজিটাইজেশনের আওতায় আনা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে দূতাবাস এ্যাপ, Expatriate Digital Center, Hotline Number ইত্যাদি সেবা ক্রমান্বয়ে চালু করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয় ও বিদেশস্থ মিশনসমূহের হিসাব পদ্ধতি স্বয়ংক্রিয় , স্বচ্ছ, সহজ ও আধুনিক করার জন্য Integrated Budget and Accounting System (IBAS) চালু করা হচ্ছে। কয়েকটি মিশনে ইতোমধ্যেই IBAS ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অধিকাংশ মিশনে এই ব্যবস্থা চালু হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ‘জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস’ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাসুদ বিন মোমেনকে মন্ত্রণালয় প্রাপ্ত ‘বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক - ২০২২’ প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে এসময় ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নবনির্মিত ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

নতুন চালুকৃত বাংলাদেশ মিশনসমূহ।

টোকিওতে নির্মিত বাংলাদেশের নতুন দূতাবাস।

বাংলাদেশ দূতাবাস, দি হেগ, নেদারল্যান্ডস।

২০.০

উপসংহার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নত ও মানবিক রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাঁর নির্দেশনা ও তাঁরই ঘোষিত উদ্যোগ ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং স্মার্ট বাংলাদেশকে উপজীব্য করে ভবিষ্যতমুখী (futuristic) কূটনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে। বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ তাদের স্বাগতিক দেশে সরকার ও অন্যান্য অংশীজনদের সাথে আরও নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তুলছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের পাশাপাশি বাংলাদেশ জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও বিশেষায়িত সংস্থার সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করেছে। বিদেশের পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরেও বিভিন্ন মন্ত্রনালয়, দপ্তর, সংস্থা, মিডিয়া, ব্যবসায়ী সংগঠন, পেশাজীবী সংগঠনসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সবরকম কাজে যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বঙ্গবন্ধু আমাদের উপহার দিয়েছেন একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ, একটি পতাকা এবং নিজের দেশে মাথা উঁচু করে বাঁচার মূলমন্ত্র। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের বায়ান্ন বছরের বেশি সময় পেরিয়ে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি আজ বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও গতিশীল নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশের পথ পেরিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশের পথে এগিয়ে চলেছে। বঙ্গবন্ধুর দেখানো স্বপ্নকে পুঁজি করে ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দেখানো আলোকিত পথে হেঁটে বাংলাদেশ আগামী ২০৪১ সালে স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সমাজ ও স্মার্ট সরকারের সমন্বয়ে একটি স্মার্ট ও উন্নত বাংলাদেশে রূপান্তরিত হবে। আর বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবরের মতোই তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাবে।

SMART BANGLADESH

আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলব।
বাংলাদেশ হবে একটি স্মার্ট বাংলাদেশ। আমরা ডিজিটাল থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তর করব।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জনকূটনীতি অনুবিভাগ
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার